

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

→ লেখক পরিচিতি:-

জন্ম	২৬এ জুন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ।
জন্মস্থান	পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে।
উপাধি	সাহিত্য সম্রাট।
ছদ্ম নাম	কমলাকান্ত।
পরিচিতি	১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস রচয়িতা। ২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের (১৮৫৮) একজন।
পেশা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; চাকরিসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নীলকরদের অত্যাচার দ্বান করেন।
সাহিত্যিক স্বীকৃতি	১) বাংলা উপন্যাসের জনক ২) যুগধর সাহিত্য সম্রাট
সাহিত্যচর্চা শুরু	১৮৫২ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে।
প্রথম উপন্যাস	ইংরেজি ভাষার রচিত উপন্যাস Rajmohon's Wife (১৮৫৪)।
প্রথম বাংলা উপন্যাস	'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)।
বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক/প্রকৃত উপন্যাস	'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)।
বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস	'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)।
উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েছিল	ইংরেজ উপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।
বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ	রোমান্স-আশ্রয়ী।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ	'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬)।
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক	'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) নামক বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা।
বঙ্কিমের আদর্শপ্রচারকারী ত্রয়ী উপন্যাস	'আনন্দাঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'।
বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক বাক্য	"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!" এটি কপালকুণ্ডলার অন্তর্গত।
প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচয়িতা	বঙ্কিমচন্দ্র।
মৃত্যু	৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে; কলকাতা।

→ পাঠ পরিচিতি:-

রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনা সঙ্কলন	কমলাকান্তের দপ্তর (তিনিটি অংশে বিভক্ত)।
"কমলাকান্তের দপ্তর" রচনার উল্লেখযোগ্য রচনা	বিড়াল।
'বিড়াল' রচনার প্রথমাংশ	নিখাদ হাস্যরসাত্মক।
'বিড়াল' রচনার পরের অংশ	গুঢ়ার্থে সন্নিহিত।
বিড়ালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে	বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিত মানুষের কথা।
বিড়ালের কথাগুলো ছিল	সোশিয়ালিস্টিক, সুবিচারিক, সুতর্কিক।

→ রচনার চরিত্র সমূহ:-

- ১) আমি (কমলাকান্ত); ২) মার্জার/মার্জারী (বিড়াল); ৩) প্রসন্ন (গোয়াল); ৪) মঙ্গলা (গাভী); ৫) নসিরাম বাবু (ভাণ্ডারঘরের মালিক)।

→ যাদের নাম/ব্যক্তি যাদের কথা উল্লেখ আছে:-

- ১) নেপোলিয়ন (ফরাসি সম্রাট); ২) ওয়েলিংটন (ডিউক মহাশয়); ৩) নিউম্যান ও ৪) পার্কার (দু'জন ইংরেজ লেখক)।

→ যুদ্ধক্ষেত্র:- ওয়াটারলু (এটি ইউরোপের বেলজিয়ামে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র)।

→ রচনার ধরণ:- রচনাটি- প্রবন্ধ শ্রেণিভুক্ত গদ্য-সাহিত্য। রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনা।

→ রচনার ভাষারীতি:-

সাধুরীতিতে রচিত। রচনাটি উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণিত।

→ রচনার মূলবক্তব্য:- বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনা যুক্তিহীন সাম্যাত্তিক সৌকর্যে উচ্চারিত হয়েছে।

প্রবন্ধের অর্থগত, ভাষাভিত্তিক এবং ব্যাকরণগত বিশ্লেষণসহ

সমাস-

শয়নগৃহ- শয়নের নিমিত্তে গৃহ (নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ)। চারপায়ী- চার পায়ী আছে যার (বহুব্রীহি); নিমীলিতলোচন- নিমীলিত লোচন যার (বহুব্রীহি)। চিরাগত- চিরকাল থেকে আগত। কুলাঙ্গার- কুলে + অঙ্গার = ৭মী তৎপুরুষ। কাপুরুষ- কু যে পুরুষ (নিত্য সমাস)। সকাতির- কাতরের সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি)। সগর্বে- গর্বের সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি)। শয্যাশায়ী- শয্যায় শায়িত (৭মী তৎপুরুষ)। গৃহমার্জার- গৃহে পালিত মার্জার (বিড়াল)। সহোদর- একই (সমান) ওদর যার। মানুষজাতি- মানুষের জাতি (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। নীতিবিরুদ্ধ- নীতির বিরুদ্ধ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। পাঠের নিমিত্তে (নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ)। দণ্ডবিধান- দণ্ডের বিধান (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। আহারাভাবে- আহার + অভাবে। সঙ্করণ- করণের সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি)। ধনসঞ্চয়- ধনের সঞ্চয় (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। ধনবৃদ্ধি- ধনের বৃদ্ধি (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)।

বিদেশি শব্দ-

দেয়াল- ফার্সি শব্দ। চক্ষু- চক্ষু > চোখ। দুগ্ধ- (তৎসম) দুগ্ধ > (অর্থ-তৎসম) দুগ্ধ > (তত্ত্ব) দুধ। হস্ত- হস্ত > হস্ত > হাত। মৎস্য- (তৎসম) মৎস্য > (অর্থ-তৎসম) মাছ > (তত্ত্ব) মাছ। বিদায়- আরবি শব্দ। অদ্য- অদ্য > অজ্ঞ > আজ। উদর- পেট। চর্ম- চর্ম > চর্ম > চামড়া।

শব্দার্থ-

প্রেতবৎ- প্রেতের মত। দিব্যকর্ত- অলৌকিক বাণী। প্রাপ্ত- পওয়া গিয়েছে এমন; লব্ধ। ব্যুহ- সৈন্য সমাবেশ। ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ- সাওয়াব জমানোর আসল কারণ। ন্যায়ালঙ্কার- ন্যায় (যুক্তি) শাস্ত্রের পণ্ডিত। সোহাগ- সৌভাগ্য থেকে এসেছে। সতরঞ্জ- দাবা খেলা। নৈয়ায়িক- যুক্তি উপস্থাপনকারী। কস্মিনকালে- কোন কালে। নিউমেন ও পার্কার- দু'জন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। সরিষাভোর- সরিষাসম। কৃশ- বিশেষণ (রোগা, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল, কাহিল)।

ইতিপূর্বে-

পূর্বে ইতি হয়েছে যা।

দ্বিরুক্তি-

মিট মিট- অব্যয়ের দ্বিরুক্তি। মনে মনে- পদের দ্বিরুক্তি। প্রাচীরে প্রাচীরে- পদের দ্বিরুক্তি। মেও মেও- অনুকার দ্বিরুক্তি। প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও- সবগুলো দ্বিরুক্ত শব্দ। ছি! ছি!- নিদাসূচক দ্বিরুক্তি।

সন্ধি-

মহাশয়- মহা + আশয়। যথোচিত- যথা + উচিত। নির্বিঘ্নে- নিঃ + বিঘ্নে। নির্দয়- নিঃ + দয়। সংগ্রহ- সম্ + গ্রহ; স্বচ্ছন্দে- স্ব + ছন্দে। পুরস্কার- পুরঃ + কার। নিঃশেষ- নিঃ + শেষ। আবিষ্কার- আবিঃ + কার। পুনরপি- পুনঃ + অপি। সংসার- সম্ + সার। ক্ষুধাপিপাসা- ক্ষুদ্ + পিপাসা (সন্ধি); শাস্ত্রানুসারে- শাস্ত্র + অনুসারে। চতুষ্পদ- চতুষ্ + পদ। জ্ঞানোন্নতি- জ্ঞান + উন্নতি (সন্ধি দ্বারা গঠিত)। উপায়ান্তর- উপায় + অন্তর (সন্ধি)। পরোপকার- পর + উপকার। প্রয়োজনাতীত- প্রয়োজন + অতীত। তদপেক্ষা- তৎ + অপেক্ষা। তথাপি- তথা + অপি। শিরোমণি- শিরঃ + মণি। ন্যায়ালঙ্কার- ন্যায় + অলঙ্কার; অপেক্ষা- অপ + ঈক্ষা। ক্ষুধানুসারে- ক্ষুধা + অনুসারে। প্রথানুসারে- প্রথা + অনুসারে। দুশ্চিন্তা- দুঃ + চিন্তা। ধর্মচরণ- ধর্ম + আচরণ। পাঠার্থে- পাঠ + অর্থে; পুনর্বীর- পুনঃ + বীর।

উপসর্গ-

অপরিমিত- অ + পরি + মিত; বি + শেষ; অধিকার- অধি (উপসর্গ)। সুতর্কিক- সু। উপবাস- উপ। অসীম- অ। উপকার- উপ। পরিত্যাগ- পরি; সুবিচারক- সু। উপহাস- উপ। আচরণ- আ। বিধেয়- বি। অনুসন্ধান- অনু। বিশেষ- বি। প্রকাশ- প্র। বিচার- বি। উপদেশ- উপ। উন্নতি- উৎ + নতি (√নম্ + তি)। প্রভেদ- প্র। অনুসন্ধান- অনু। উপদেশ- উপ। উপকার- উপ। প্রহার- প্র। প্রশংসা- প্রশ। অধার্মিক- অ। প্রয়োজন- প্র + যুজোন। অধর্ম- অ। প্রকারে- প্র। অগৌরব- অ; বিরক্ত- বি। বিবেচনা- বি। পরিদৃশ্যমান- পরি; বিনত- বি। অবিরত- অ + বি + রত; অধিকার- অধি। আহার- আ। অনাহারে- অনা।

প্রবাদ

"কেউ মরে বিল হেঁচে, কেহ খায় কই"-এটি একটি প্রবাদ বাক্য, অর্থ- একজনে কষ্ট করে মরে, অন্যজনে ফলভোগ করে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়

দৃষ্টি- দৃশ্ + তি। বৃদ্ধ- √বৃ + ত। ভাষা- √ভৃ + য + আ। মূর্খ- √মূ + খ। পুষ্টি- √পুষ্ + তি। দশা- √দশ + আ। মনুষ্য- মনু + য। ধাবমান- √ধাব্ + শানচ; ত্যাগ- তেজ্ + ঘঞ। শয্যা- √শী + য + আ। বজ্রব্য- বজ্ + তব্য। মনুষ্য- মনু + য। ধর্ম- √ধৃ + ম। আহরিত- আ + √হৃ + ত। সিদ্ধ- সিধ্ + ত। দরিদ্র- √দরিদ্র + অ। গৌরব (গুরু + অ)। মুষ্টি- √মূষ্ + তি। √মান্ + য। দৃশ্যমান- √দৃশ্ + শানচ। কার্পণ্য- কৃপণ + য। আহাৰ্য- আহাৰ + য। সহ্য- সহ্ + য। কর্তব্য- √কৃ + তব্য। ত্যাগ- ত্যাজ্ + ঘঞ। মহিমা- মহৎ + ইমন।

→ শব্দার্থ ও টীকা-

চারপায়ী : টুল বা চৌকি; প্রেতবৎ : প্রেতের মতো; নেপোলিয়ন : ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) প্রায় সমগ্র ইউরোপে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটার্লু যুদ্ধে ওয়েলিংটন ডিউকের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ওয়েলিংটন: বীর যোদ্ধা, তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত (১৭৬৯ - ১৮৫৪), ওয়াটার্লু যুদ্ধে তাঁর হাতে নেপোলিয়ন পরাজিত হন। ডিউক : ইউরোপীয় সমাজের বনেদি বা অভিজাত ব্যক্তি; মার্জার : বিড়াল; বাহু রচনা : প্রতিরোধ বেটনী তৈরি করা, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো; প্রকৃতিত: তীব্রভাবে প্রকাশিত; যষ্টি: লাঠি; দিব্যকর্ত : ঐশ্বরিকভাবে শ্রবণ করা; শিরোমণি: সমাজপতি, সমাজের প্রধান ব্যক্তি;

ন্যায়ালংকার: ন্যায়াশাস্ত্রে পণ্ডিত; ভাষা: স্ত্রী, বউ; সতরঞ্চ খেলা: পাশা খেলা, দাবা খেলা; লাঙুল: লেজ, পুচ্ছ; সোশিয়ালিস্টিক: সমাজতান্ত্রিক; নৈয়ায়িক: ন্যায়াশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি; কস্মিনকালে: কোনো সময়ে; মার্জারী মহাশয়া : স্ত্রী বিড়াল; জলযোগ: হালকা খাবার, টিফিন সরিষাতোর, ক্ষুদ্র অর্থে (উপমা); পতিত আত্মা : বিপদগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা, এখানে বিড়ালকে বোঝানো হয়েছে;

→ 'বিড়াল' রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি:-

- “অর্থ চোরের নহে- চোরে যে চুরি করে, সে অর্থ কৃপণ ধনী।”-উক্তিটি বিড়ালের।
- “চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।”-উক্তিটি বিড়ালের।
- “থাম! থাম মার্জার পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল!”-উক্তিটি কমলাকান্তের।
- “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।”-উক্তিটি কমলাকান্তের।

→ 'বিড়াল' রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:-

- ✓ হুঁকা হাতে কিমাইতে ছিল- কমলাকান্ত।
- ✓ চঞ্চল ছায়া- দেয়ালের উপর।
- ✓ নাচিতেছে- প্রেতবৎ (ভূতের মত)।
- ✓ কমলাকান্ত চিন্তা করছিলেন- নেপোলিয়ান হওয়ার।
- ✓ নেপোলিয়ান হইতে পারিলে- ওয়াটার্লু লু জিতিতে পারিতাম।
- ✓ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ওয়েলিংটন এমন ধারণা- কমলাকান্তের।
- ✓ আফিং ভিক্ষুক- বিড়ালরূপী ওয়েলিংটন
- ✓ ডিউক মহাশয় আর ওয়েলিংটন- একই ব্যক্তি।
- ✓ কোন ধরনের লোভ ভালো নয়- অপরিমিত লোভ
- ✓ দুধ রাখিয়া গিয়াছিল- প্রসন্ন গোয়ালিনী।
- ✓ দুধ- মঙ্গলার (গাভীর নাম)। দুহিয়াছে- প্রসন্ন (গোয়ালিনী)।
- ✓ চিরাগতপ্রথা- বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়।
- ✓ কমলাকান্ত মনুষ্যকূলে কোন পরিচয়ের শঙ্কা করেছিলেন- কুলাঙ্গার।
- ✓ কমলাকান্ত মার্জারীর স্বজাতি মণ্ডলে কোন পরিচয়ের শঙ্কা করেছিলেন- কাপুরুষ।
- ✓ মার্জারের বাক্য সকল বুঝিতে পারিলাম- দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া।
- ✓ সংসারের কোন কোন খাবারের উল্লেখ আছে- ক্ষীর, সর, দুধ, দধি, মৎস্য, মাংস। (৬টি)।
- ✓ শয্যাশায়ী মানুষ- কমলাকান্ত। পরম ধর্ম- পরোপকার।
- ✓ পরম ধর্মের ফল ভোগী- কমলাকান্ত। ধর্ম সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ- বিড়াল।
- ✓ আমি তোমার ধর্মের সহায়- এখানে আমি কে? -বিড়াল।
- ✓ চোর অপেক্ষা অধর্মিক- যাঁহারা বড় সাধু।
- ✓ চোরে যে চুরি করে, সেই অর্থ- কৃপণ ধনী।
- ✓ কেহ আমাকে মাছের- কাঁটাখনাও ফেলিয়া দেয় না।
- ✓ মাছের কাঁটা, পাতের ভাত- নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়।
- ✓ যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না- সে একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাগে ঘুমায় না।
- ✓ অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালংকার আসিয়া- তোমার দুখটুকু খাইয়া যাইতেন।
- ✓ তেলা মাখায় তেল দেওয়া- মনুষ্যজাতির রোগ।

- ✓ বৃদ্ধের নিকট- যুবতী ভাষার সহোদর।
- ✓ মূর্খ ধনীর কাছে- সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয়।
- ✓ তাঁহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাঁহাদের রূপের ছটা দেখিয়া- অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।
- ✓ উদর- কৃশ। অস্থি- পরিদৃশ্যমান। লাস্কুল- বিনত। দাঁত- বাহিরে। জিহবা- ঝুলিয়া পড়িয়াছে।
- ✓ এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে- আমাদের (বিড়ালের) কিছু অধিকার আছে।
- ✓ খাইতে দাও- নহিলে চুরি করিব।
- ✓ আমাদের চর্ম- কৃষ্ণ; মুখ- শুষ্ক; মেও মেও- ক্ষীণ স্করণ।
- ✓ চোরের দণ্ড আছে- নির্দয়তার কি দণ্ড নাই?
- ✓ তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী- কেন না আফিংখোর।
- ✓ ধনীর দোষেই- দরিদ্র চোর হয়।
- ✓ পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে- পাঁচ শত লোকের আহাৰ্য সংগ্রহ করিবে কেন?
- ✓ অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য- এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।
- ✓ তোমার কথাগুলি- ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল।
- ✓ সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ- ধনীর ধনবৃদ্ধি।
- ✓ সামাজিক ধন বৃদ্ধি ব্যতীত- সমাজের উন্নতি নাই।
- ✓ যে বিচারক বা নৈয়ায়িক- তাহাকে কস্মিনকালেও কেহ কিছু বুঝাইতে পারে না।
- ✓ মার্জার- সুবিচারক এবং সুতর্কিক।
- ✓ যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন তিনি- আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন।
- ✓ এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা ইহার আন্দলনেও- পাপ আছে।
- ✓ তুমি সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া- ধর্মচরণে মন দাও।
- ✓ প্রসন্ন কাল কিছু- ছানা দিবে।
- ✓ পুনর্বীর আসিও- এক সরিষাতোর আফিং দিব।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

- ১) 'তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক'। এ উক্তি কার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে? [ক ১৯-২০]
ক. কমলাকান্ত খ. বঙ্কিমচন্দ্র গ. মার্জার ঘ. প্রসন্ন
- ২) প্রসন্ন চরিত্রটি কোন রচনায় রয়েছে? [গ ১৯-২০]
ক. অপরিচিতা খ. বিড়াল গ. আহ্বান ঘ. মাসি-পিসি
- ৩) 'কেহ মরে বিল হেঁচে, কেহ খায় কই' মার্জার যেভাবে কথাটি বলেছিল-
ক. বিমাতে বিমাতে খ. খেতে খেতে
গ. মনে মনে হেসে ঘ. চারটি পা উপরে তুলে
- ৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজসিংহ' একটি- [পুনঃ গ ১৮-১৯]
ক. গল্পগ্রন্থ খ. মিথ-আশ্রয়ী উপন্যাস গ. ঐতিহাসিক উপন্যাস ঘ. রম্যরচনা
- ৫) বিড়াল প্রবন্ধ অনুসারে কোন কথাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ- [ক ১৭-১৮]
ক. খেতে পেলে কেউ চোর হয় না খ. ধনীরাই সবচেয়ে বড় চোর
গ. অনেকের চুরি করার প্রয়োজন হয় না ঘ. ধনীগণ চোর অপেক্ষা অধর্মিক
- ৬) বঙ্কিমের বক্তব্য অনুসারে যুক্তিতে পরাস্ত হলে সমাজের তথাকথিত বিজ্ঞলোকেরা কী করে? [ঘ ১৭-১৮]
ক. ক্ষুদ্র আচরণ করে খ. অপমানিত বোধ করে
গ. উপদেশ প্রদান করে ঘ. শর্ততার আশ্রয় নেয়
- ৭) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [ঘ ১৩-১৪; জবি ই ১৭-১৮]
ক. সাধনা খ. কালি ও কলম গ. বঙ্গদর্শন ঘ. বঙ্গভারতী
- ৮) 'সরিষাতোর' শব্দটি কোন রচনায় পাওয়া যায়? [ক ১৬-১৭]
ক. বিড়াল খ. চাষার দুক্ষু গ. অপরিচিতা ঘ. সেই অস্ত্র
- ৯) 'বিড়াল' রচনায় কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত রয়েছে? [জবি: এ ১৭-১৮]
ক. ওয়াটার্লু যুদ্ধ খ. মুক্তিযুদ্ধ গ. ইরাক যুদ্ধ ঘ. পাক-ভারত যুদ্ধ
- ১০) 'বিড়াল' প্রবন্ধে 'নির্মীলিতলোচনে' শব্দটির অর্থ কী? [বি ১৭-১৮]
ক. নিরব অশ্রুতে খ. খোলা চোখে
গ. চোখ বন্ধ করে ঘ. অউহাসিতে
- ১১) কমলাকান্ত মার্জারের বক্তব্যসকল কীভাবে বুঝলো? [ই ১৭-১৮]
ক. মনোযোগ দেওয়া খ. দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে
গ. সংকীর্ণ দূর করে ঘ. স্বার্থপরতা দূর করে
- ১২) 'কাঁঠালপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন লেখক? [ক ১২-১৩]
ক. আহসান হাবীব খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. ফররুখ আহমদ

উত্তরমালা- ১) গ; ২) খ; ৩) গ; ৪) গ; ৫) খ; ৬) গ; ৭) গ; ৮) ক
৯) ক; ১০) গ; ১১) খ; ১২) গ;

পাঠোদ্ধারে দক্ষ হতে নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) বিশ্লেষণ

পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবেন কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্যে এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

অনুচ্ছেদ আলোকে নিচের ১ থেকে ৫ নং প্রশ্নসমূহের উত্তর করো-

- ১) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা কয়টি?
ক) ৭ টি খ) ৫ টি গ) ৬ টি ঘ) ৪ টি
- ২) অনুচ্ছেদটিতে ব্যবহৃত জটিল বাক্যের সংখ্যা কত?
ক) ২ টি খ) ৩ টি গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি
- ৩) বিশেষণ পদের সংখ্যা কতটি?
ক) ৪ টি খ) ২ টি গ) ৩ টি ঘ) ৫ টি
- ৪) অনাহার পদটি কোন সমাস?
ক) নঞ বহুব্রীহি খ) অব্যয়ীভাব গ) নঞ তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয়
- ৫) দরিদ্র শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক) দোরিদ্দো খ) দরিন্দো গ) দরইন্দো ঘ) কোনটি নয়
- ৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৮৩৮ সালে খ) ১৮৮৩ সালে গ) ১৮৩১ সালে ঘ) ১৮৩৭ সালে
- ৭) বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস কোনটি?
ক) কৃষ্ণকান্তের উইল খ) কৃষ্ণকুমারী গ) কপালকুণ্ডলা ঘ) দুর্গেশনন্দিনী
- ৮) কোন পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমের সাহিত্যচর্চা শুরু?
ক) বঙ্গদর্শন খ) সংবাদ প্রভাকর গ) সবুজ পত্র ঘ) সাপ্তাহিক বেগম
- ৯) সাহিত্যিক বঙ্কিম কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) চুরুলিয়ায় খ) কাঁঠালপাড়ায় গ) জোড়াসাঁকোতে ঘ) উজানতলী
- ১০) নিম্নের কোন জন সাহিত্য সন্মিতি?
ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ১১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী?
ক) শর্মা খ) মানিক গ) কমলাকান্ত ঘ) নসি বাবু
- ১২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পেশায় ছিলেন-
ক) সাংবাদিক খ) এমএলএ গ) ডেপুটি কমিশনার ঘ) ডেপুটি জাজ
- ১৩) বঙ্কিমের কর্মক্ষেত্র ছিল বর্তমান-
ক) যশোরে খ) খুলনায় গ) বাগেরহাটে ঘ) কলকাতায়
- ১৪) নিচের কোনটির সাথে বঙ্কিমের নাম জড়িত?
ক) বঙ্গভঙ্গ রদে খ) ভূতিক্ষ গ) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঘ) নীলকর
- ১৫) বাংলা উপন্যাসের জনক কে?
ক) বঙ্কিমচন্দ্র খ) রবীন্দ্রনাথ গ) শরৎচন্দ্র ঘ) প্রমথ চৌধুরী
- ১৬) বঙ্কিমের উপন্যাস সংখ্যা কতটি?
ক) ১২ টি খ) ১৩ টি গ) ১৪ টি ঘ) ১৫ টি
- ১৭) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক) দুর্গেশনন্দিনী খ) কপালকুণ্ডলা
গ) Rajmohon's Wife ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল
- ১৮) বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস কোনটি?
ক) কৃষ্ণকান্তের উইল খ) কৃষ্ণকুমারী গ) কপালকুণ্ডলা ঘ) দুর্গেশনন্দিনী
- ১৯) বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস কোনটি?
ক) দুর্গেশনন্দিনী খ) কৃষ্ণকুমারী গ) কপালকুণ্ডলা ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল
- ২০) বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস কোনটি?
ক) দুর্গেশনন্দিনী খ) কৃষ্ণকুমারী গ) কপালকুণ্ডলা ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল
- ২১) উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন-
ক) শেক্সপিয়ার কর্তৃক খ) ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক
গ) হোমার কর্তৃক ঘ) গী দ্য মোপাসাঁক কর্তৃক
- ২২) দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের বিরোধী উপন্যাস কোনটি?
ক) চৌধুরানী খ) রাধারানী গ) রায়নন্দিনী ঘ) রজনী
- ২৩) কমলাকান্তের দফতর কোন ধরনের রচনা?
ক) প্রবন্ধ খ) উপন্যাস গ) কাব্যনাট্য ঘ) সংলাপ
- ২৪) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) বঙ্গদেশের কৃষক খ) সাম্য গ) ললিতা তথা মানস ঘ) নূতন
- ২৫) বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন?
ক) সংবাদ প্রভাকর খ) বঙ্গদর্শন গ) সবুজ পত্র ঘ) কল্লোল
- ২৬) বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক) সংবাদ প্রভাকর খ) বঙ্গদর্শন গ) সবুজ পত্র ঘ) কল্লোল
- ২৭) বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক বাক্য কোনটি?

- ক) মস্তুর সাধন কিংবা শরীর পাতন খ) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে
গ) কড়িতে বাঘের দুধ মিলে ঘ) পথিক ভূমি পথ হারাইয়াছ!
- ২৮) বাংলা সাহিত্যে প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচয়িতা-
ক) রবীন্দ্রনাথ খ) শরৎচন্দ্র গ) বঙ্কিমচন্দ্র ঘ) প্রমথ চৌধুরী
- ২৯) বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৮৩৮ সালে খ) ১৮৯৪ সালে গ) ১৮৮৪ সালে ঘ) ১৮৯৫ সালে
- ৩০) কমলাকান্তের দফতর প্রবন্ধগ্রন্থটি কত ভাগে বিভক্ত?
ক) দুইটি অংশে খ) পাঁচটি অংশে গ) চারটি অংশে ঘ) তিনটি অংশে
- ৩১) বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক) সংবাদ প্রভাকর খ) বঙ্গদর্শন গ) সবুজ পত্র ঘ) কল্লোল
- ৩২) বিড়াল রচনায় কমলাকান্ত কোন অবস্থায় ছিলেন?
ক) নেশাগ্রস্থ খ) ঘুমন্ত অবস্থায় গ) স্বপ্ন দেখা অবস্থায় ঘ) খন্দ্য গ্রহণ অবস্থায়
- ৩৩) কমলাকান্ত কোন যুদ্ধ নিয়ে ভাবছিলেন?
ক) পলাশী যুদ্ধ খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গ) মুক্তিযুদ্ধ ঘ) ওয়াটার লু
- ৩৪) বিড়ালের সাথে কমলাকান্তের কথোপকথন ছিল-
ক) ফোনে খ) সরাসরি গ) স্বপ্নযোগে ঘ) কাল্পনিক
- ৩৫) বিড়াল রচনার প্রথম অংশ ছিল-
ক) হাস্যরসাত্মক খ) ব্যঙ্গধর্মী গ) রোমান্সধর্মী ঘ) রূপক
- ৩৬) বিড়াল রচনার শেষ অংশ ছিল-
ক) হাস্যরসাত্মক খ) ব্যঙ্গধর্মী গ) গূঢ়ার্থ সন্নিহিত ঘ) উপদেশ ধর্মী
- ৩৭) বিড়ালের কথাগুলো ছিল-
ক) মানবিক খ) সোশিয়ালিস্টিক গ) প্রেম আশ্রিত ঘ) উপদেশ মূলক
- ৩৮) বিড়াল রচনাটি কোন রীতিতে লেখা-
ক) চলিত রীতিতে খ) আঞ্চলিক রীতিতে গ) কথ্য রীতিতে ঘ) সাধু রীতিতে
- ৩৯) বিড়াল রচনাটি কোন পুরুষের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে-
ক) মধ্যম পুরুষের খ) বঙ্কিমের জবানীতে
গ) উত্তম পুরুষের ঘ) নাম পুরুষের
- ৪০) বিড়াল রচনায় 'মেও' শব্দটি কতবার ব্যবহার হয়েছে-
ক) ১৩ বার খ) ১২ বার গ) ১১ বার ঘ) ১০ বার
- ৪১) বিড়াল রচনায় 'মার্জার' শব্দটি কতবার ব্যবহার হয়েছে-
ক) ৩ বার খ) ৯ বার গ) ১ বার ঘ) ৫ বার
- ৪২) 'লাঠি' শব্দটি কতবার ব্যবহার হয়েছে-
ক) ৪ বার খ) ৩ বার গ) ৫ বার ঘ) ২ বার
- ৪৩) বিড়াল রচনাটি-
ক) প্রবন্ধ খ) গল্প গ) সংলাপ ঘ) কাহিনী
- ৪৪) অপরিমিত -শব্দটিতে কতটি উপসর্গ আছে?
ক) ২ টি খ) ৩ টি গ) ৪ টি ঘ) একটিও না
- ৪৫) ----- আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; খালিছানে বসবে-
ক) ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস, মাংসে খ) ছানায়
গ) দুগ্ধে ঘ) মাছের কাঁটা, পাতের ভাতে
- ৪৬) কুলদ্বার কোন সমাস?
ক) নিত্য সমাস খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি সমাস
- ৪৭) মার্জারী স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে উপহাস করিবে-
ক) কুলদ্বার বলিয়া খ) ভীত বলিয়া গ) দুর্বল বলিয়া ঘ) কাপুরুষ বলিয়া
- ৪৮) নিম্নের কোন উপায়ে "ক্ষুধপিপাসা" শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক) সন্ধি দ্বারা খ) সমস দ্বারা গ) প্রকৃতি দ্বারা ঘ) ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে
- ৪৯) "আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ----- লইয়া মারিতে আইস"
খালিছানে বসবে-
ক) ভগ্ন যষ্টি খ) যষ্টি গ) ঠেঙ্গা লাঠি ঘ) লাঠি
- ৫০) 'দেখ, ---- মনুষ্য'!
ক) আফিংখোর খ) কমলাকান্ত গ) শয্যাশায়ী ঘ) দূরদর্শী
- ৫১) চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কার?
ক) ধবনীর খ) কৃপণ ধবনীর গ) কৃপণের ঘ) সম্পদশালীর
- ৫২) 'তাহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক'-পণ্ডিত ও মান্য লোক কারা?
ক) মাস্টার'রা খ) বিচারক'রা
গ) শিরোমণি ও ন্যায়ালংকার'রা ঘ) সমাজপতি'রা
- ৫৩) কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না -বাক্যে খানা কি?
ক) ফার্সি শব্দ খ) পদাশ্রিত নির্দেশক গ) অনুসর্গ ঘ) খাদ্য
- ৫৪) ভার্য শব্দটির অর্থ-
ক) প্রেমিকা খ) শ্যালিকা গ) স্ত্রী ঘ) অবিবাহিত
- ৫৫) সতরঞ্জ অর্থ কি?
ক) বলী খেলা খ) জুয়া খেলা গ) তাস খেলা ঘ) দাবা খেলা

৫৬) লাঙল অর্থ-

ক) মাথা খ) পা গ) পশম ঘ) নখ

৫৭) এ পৃথিবীর --- আমাদের কিছু অধিকার আছে। খালিছানো বসবে-

ক) মৎস্য মাংসে খ) মাংসে মৎস্য গ) দুগ্ধ মাংসে ঘ) মাছের কাঁটা ভাতে

৫৮) --- দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া --- জনের খাবার খায়?

ক) পাঁচশত এক পাঁচশত খ) পাঁচশত পাঁচশত এক
গ) এক পাঁচশত পাঁচশত ঘ) পাঁচশত এক একশত

৫৯) নির্বিঘ্নে শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক) নির + বিঘ্নে খ) নি + বিঘ্নে গ) নিঃ + বিঘ্নে ঘ) কোনটি নয়

৬০) কর্তব্য শব্দটি গঠিত-

ক) সন্ধি যোগে খ) অনুসর্গ যোগে গ) সমাস যোগে ঘ) প্রত্যয় যোগে

৬১) দুশ্চিন্তা শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ-

ক) দু + চিন্তা খ) দুশ + চিন্তা গ) দুঃ + চিন্তা ঘ) দুস + চিন্তা

৬২) জলযোগ অর্থ-

ক) পানি পান খ) হালকা খাবার গ) চা পান ঘ) মিষ্টি খাবার

অনুচ্ছেদালোকে নিচের ৬৩ থেকে ৬৮ নং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও-

চাহিয়া দেখিলাম- হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণাবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, “মেও!”

৬৩) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা কয়টি?

ক) ৭ টি খ) ৫ টি গ) ৬ টি ঘ) ৪ টি

৬৪) “প্রথম” পদটি কোন ধরনের -

ক) অঙ্কবাচক খ) সংখ্যাবাচক গ) পরিমাণ বাচক ঘ) পূরণবাচক

৬৫) “অপরিমিত” পদটিতে উপসর্গ সংখ্যা কত?

ক) ৪ টি খ) ২ টি গ) ৩ টি ঘ) ১ টি

৬৬) য-ত্ব বিধানে কোন শব্দটি শুদ্ধ?

ক) পুরস্কার খ) পুরস্কার গ) পুরস্কার ঘ) পুরস্কার

৬৭) “যথোচিত” শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?

ক) যথো + উচিত খ) যথা + উচিত গ) যথচ + উচিত ঘ) যথাযথো + উচিত

৬৮) ইতিপূর্বে শব্দটির সঠিক বাক্যরূপ কোনটি?

ক) পূর্বে শেষ হয়েছে যা খ) পূর্বে গত হয়েছে যা
গ) পূর্বে নিঃশেষ হয়েছে যা ঘ) পূর্বে ইতি হয়েছে যা

৬৯) মঙ্গলা কে?

ক) দুগ্ধদানকারী গাভী খ) দুগ্ধদোহনকারী
গ) গাভীর মালিক ঘ) কমলাকান্তের চাকর

৭০) আবিস্কার শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?

ক) আবি + কার খ) আবিঃ + কার গ) আবিষ + কার ঘ) আবিস + কার

৭১) নিচের কোনটি ধাবমান শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়?

ক) √ধাব + শানচ খ) ধাব + মান গ) ধিব + মান ঘ) ধীব + শানচ

৭২) পুনরপি শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?

ক) পুনর + অপি খ) পুনর + আপি গ) পুনঃ + অপি ঘ) পুনঃ + আপি

৭৩) দিব্যকর্ত মানে-

ক) বড় কান খ) ছোট কান গ) নিঃশেষ কান ঘ) অলৌকিক বাণী

৭৪) মৎস্য শব্দটি কোন ধরনের শব্দ?

ক) অর্ধ-তৎসম খ) তদ্ভব গ) তৎসম ঘ) দেশি

৭৫) শাস্ত্রানুসারে শব্দটি নিচের কোন উপায়ে গঠিত হয়েছে?

ক) স্বরে + স্বরে খ) ব্যঞ্জনে + স্বরে
গ) ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে ঘ) স্বরে + ব্যঞ্জনে

৭৬) তদপেক্ষা শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?

ক) তদ + অপেক্ষা খ) তৎ + অপেক্ষা
গ) তধ + অপেক্ষা ঘ) তত + অপেক্ষা

৭৭) মুষ্টি শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় নিচের কোনটি?

ক) মুস + তি খ) মুষ + টি গ) √মুষ + তি ঘ) মুষ + তি

৭৮) দুধটুকু এখানে টুকু কি?

ক) অনুসর্গ খ) প্রত্যয় গ) অব্যয় ঘ) পদাশ্রিত নির্দেশক

৭৯) সরিষাভোর শব্দটিতে ভোর অর্থ কি?

ক) সম খ) সময় গ) সকাল ঘ) প্রথম প্রহর

অনুচ্ছেদালোকে নিচের ৮০ থেকে ৮৪ নং প্রশ্নসমূহের উত্তর করো-

আমি শয়গৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে বিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহা

প্রভুত হয় নাই- এজন্য হুঁকা হাতে, নিম্নলিখিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও!”

৮০) “শয়নগৃহ” শব্দের কোন সমাস সাধিত-

ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) নিমিত্তার্থে চতুর্থী
গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়।

৮১) মিট মিট কোন ধরনের পদ?

ক) অব্যয় খ) অব্যয়ের দ্বিরুক্ত
গ) ধ্বন্যাত্মক ঘ) কোনটি নয়

৮২) দেয়াল কোন ধরনের শব্দ?

ক) আরবি খ) ফার্সি গ) পর্তুগিজ ঘ) ইংরেজি

৮৩) “-বৎ” শব্দাংশের অর্থ কি?

ক) এরূপ খ) রূপ গ) মত ঘ) ব্যতীত

৮৪) “নিম্নলিখিতলোচন” শব্দটি নিম্নের কোন উপায়ে গঠিত?

ক) নি + মীলিত + লোচন খ) নিঃ + মীলিত + লোচন
গ) নি + মিলিত + লোচন ঘ) কোনটি নয়

সঠিক উত্তর সমূহ:

১) ঘ	২) ক	৩) গ	৪) গ	৫) ক	৬) ক	৭) ঘ
৮) খ	৯) খ	১০) গ	১১) গ	১২) ঘ	১৩) খ	১৪) ঘ
১৫) ক	১৬) গ	১৭) গ	১৮) ঘ	১৯) ক	২০) গ	২১) খ
২২) গ	২৩) ক	২৪) গ	২৫) খ	২৬) খ	২৭) ঘ	২৮) গ
২৯) খ	৩০) ঘ	৩১) খ	৩২) ক	৩৩) ঘ	৩৪) ঘ	৩৫) ক
৩৬) গ	৩৭) খ	৩৮) ঘ	৩৯) গ	৪০) ক	৪১) খ	৪২) খ
৪৩) ক	৪৪) ক	৪৫) গ	৪৬) গ	৪৭) ঘ	৪৮) ক	৪৯) গ
৫০) গ	৫১) খ	৫২) গ	৫৩) খ	৫৪) গ	৫৫) ঘ	৫৬) খ
৫৭) ক	৫৮) ক	৫৯) গ	৬০) ঘ	৬১) গ	৬২) খ	৬৩) গ
৬৪) ঘ	৬৫) খ	৬৬) ক	৬৭) খ	৬৮) ঘ	৬৯) ক	৭০) খ
৭১) ক	৭২) গ	৭৩) ঘ	৭৪) গ	৭৫) ক	৭৬) খ	৭৭) গ
৭৮) ঘ	৭৯) ক	৮০) খ	৮১) গ	৮২) খ	৮৩) গ	৮৪) গ

***বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

→ কবি পরিচিতি:-

জন্ম	২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে
জন্মস্থান	যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে
পিতা	রাজনারায়ণ দত্ত
মাতা	জাহ্নবী দেবী
মৃত্যু	২৯ জুন, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ, কলকাতায়।
পড়াশুনা করেন	হিন্দু কলেজে
সাহিত্য জীবন শুরু	হিন্দু কলেজে থাকতে (ইংরেজি ভাষায়)
ধর্মান্তরিত হওয়ায় নতুন কলেজ	বিশপ কলেজ
বিশপ কলেজে	গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা শিখেন
যে-সকল ভাষায় দক্ষ ছিলেন	সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়, গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা।
মধুসূদন পূর্বে বাংলা কবিতার ধরণ ছিল	পয়ার
পয়ার ছন্দে	এক চরণের শেষে অন্য চরণের মিল থাকে
পয়ার প্রথা ভেঙেদেন	মাইকেল মধুসূদন
মাইকেলের ছন্দের নাম	অমিত্রাক্ষর ছন্দ
অমিত্রাক্ষর ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নতুন রূপ
উপাধি	মাইকেল (১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন; এবং মাইকেল নাম ধারণ করেন)
ছদ্মনাম/কলমি নাম	টিমোথি পেনপয়েম
সাহিত্যের স্বরূপ	রোমান্টিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন। দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা এবং নারী-জাগরণ তাঁর সাহিত্যের প্রধান সূর।
সাহিত্যে স্বীকৃতি	আধুনিক বাংলা কবিতার জনক/অগ্রদূত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক (প্রথম প্রয়োগ পদ্মাবতী

নাটকে)। প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা।	
মোট সনেট	১০২ টি।
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	'The Captive Ladie' (১৮৪৯)
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
প্রথম সার্থক ট্রাজেডি	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
প্রথম সার্থক মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য	তিলোত্তমাসম্ভাব কাব্য (১৮৫৯)
ইংরেজি কাব্য	১) The Captive Ladie ২) Vision of The Past.
গীতিকাব্য	'ব্রজঙ্গনা কাব্য'; 'বীরঙ্গনা কাব্য' (পত্রকাব্য); 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'
নাটক	'শর্মিষ্ঠা'; 'পদ্মাবতী'; 'কৃষ্ণকুমারী'; 'মায়াকানন'।
প্রহসন	'একেই কি বলে সভ্যতা'; 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'
গদ্যকাব্য	'হেক্টর বধ'।
মৃত্যু	১৮৭৩ সালের ২৯এ জুন (কলকাতায়)

কবিতার অর্গত এবং ভাবগত বিশ্লেষণ

"বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" মাইকেল রচিত রমায়ণের কাহিনী নির্ভর একটি কবিতা। এই কাহিনীতে সংলাপ (কথোপকথন) হয় চাচা বিভীষণের সাথে ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদের।

রাজ্য- দ্বীপরাজ্য স্বর্ণালংকার; রক্ষপুর; লক্ষকা রাজ্য।

যজ্ঞাগার- নিকুন্ডিলা (রক্ষপুরে অবস্থিত প্রার্থনাগৃহ)।

মাইকেল বর্ণিত এই কাব্য কাহিনীতে দু'পক্ষ বিরাজমান-

মিত্রপক্ষে আছে-

রাজা রাবণ (দ্বীপরাজ্য স্বর্ণালংকারের রাজা), কুম্ভকর্ণ (রাবণের ভাই), বীরবাহু (রাবণের বড়ছেলে এবং *মেঘনাদের বড় ভাই), মেঘনাদ (অসীম সাহসী বীর, কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ নায়ক)।

*কবিতায় মেঘনাদ যে-সকল নামে পরিচিতি লাভ করেছে- অরিন্দ্রা, বাসবজয়ী, ধীমান, রাবণি, রাবণ-আত্মজ, বাসবদ্রাস, ইন্দ্রজিৎ।

শত্রুপক্ষে আছে-

রামচন্দ্র (দ্বীপরাজ্য স্বর্ণালংকার অপদম্বলের চেষ্টাকারী এবং রাঘব হিসেবে পরিচিত), *বিভীষণ (রাবণের আপন ভাই, মেঘনাদের চাচা, রামচন্দ্রের সাথে আঁতাত কারী), লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ছোট ভাই এবং মেঘনাদের হত্যাকারী; কবিতাতে তাকে সৌমিত্রি নামেও আস্থান করা হয়েছে)।

* কবিতায় বিভীষণ যে-সকল নামে পরিচিতি লাভ করেছে- তাত, রাঘবদাস, রক্ষোরথি, মুগেন্দ্র কেশরী, বীর কেশরী, মহারথী, রক্ষোমণি, রথী, রাবণ-অনুজ, বীরেন্দ্র, রাক্ষসরাজানুজ, রক্ষোবর।

নিকষা সতী- রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ -এই তিন ভাইয়ের মাতা।

সুমিত্রা- রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের মাতা।

** শিক্ষার্থীমহল তোমাদেরকে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে; বিষয়টি হলো কবিতায় শাব্দিক অর্থ শতভাগ প্রয়োগযোগ্য নয়। শাব্দিক অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন; তবে কবিতাতে ভাবটাই বেশি প্রয়োজন। কবি এবং কবিতা স্বাভাবিক নিয়মের তোয়াক্কা করে না। তাই শব্দের স্বাভাবিকরূপ আমরা সাধারণত কবিতাতে দেখতে পাই না।

** পাঠ্য বইতে দেখবে- কোথাও কবিতাতে শব্দিক অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে; আবার কোথাও দুই-তিনটা চরণ একসাথে মিলিয়ে একটা ভাবার্থ প্রদান করা হয়েছে।

→ শব্দার্থ ও টীকা-

বিভীষণ- রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। অরিন্দ্র- এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে। পশিল- প্রবেশ করল। রক্ষপুরে- এখানে নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে। তাত- পিতা। এখানে পিতৃত্ব অর্থে। নিকষা- রাবণের মা। শূলীশমুনি- শূলপাণি মহাদেবের মতো। কুম্ভকর্ত- রাবণের মধ্যম সহোদর। বাসবজয়ী- দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে যে। এখানে মেঘনাদ। একই কারণে মেঘনাদের অপর নাম ইন্দ্রজিৎ। তক্ষুর- চোর। গঞ্জি- তিরস্কার করি। শামন-ভবনে- যমালয়ে। ভঞ্জি- আহবে- যুদ্ধদ্বারা বিনষ্ট করব। আহবে- যুদ্ধে। ধীমান- ধীসম্পন্ন। জ্ঞানী। রাঘব- রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এখানে রামচন্দ্রকে। রাঘবদাস- রামচন্দ্রের আত্মবাহু। রাবণি- রাবণের পুত্র। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে। বিধু- চাঁদ। স্থাপু- নিশ্চল। রক্ষোরথী- রক্ষকুলের বীর।

রথী- রথচালক। রথচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে। শৈবালদলের ধাম- পুষ্কর। বদ্ধ জলাশয়। শৈবাল- শেওলা। মুগেন্দ্র কেশরী- কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ। কেশরী- কেশরযুক্ত প্রাণী। সিংহ। মহারথী- মহাবীর। শ্রেষ্ঠ বীর। মহারথীপ্রথা- শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা। সৌমিত্রি- লক্ষ্মণ। প্রগলভে- নিতীক চিত্তে। দস্তী- দস্ত করে যে। দান্তিক। নন্দন কানন- স্বর্গের উদ্যান। মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী- মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে। লক্ষি- লক্ষ করে। ভরুস- ভরুসনা বা তিরস্কার করছ। মজাইলা- বিপদস্ত করলে। কসুধা- পৃথিবী। তেঁই- তজ্জন্য। সেহেতু। রুখিলা- রাগান্বিত হলো। বাসবদ্রাস- বাসবের ভয়ের কারণে যে মেঘনাদ। মন্দু- শব্দ। ধনি। জীমুতেন্দ্র- মেঘের ডাক বা আওয়াজ। বলী- বলবান। বীর। জলাঞ্জলি- সম্পূর্ণ পরিত্যাগ। শাস্ত্রে বলে....পর পরঃ সদা!- শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়। নীচ- হীন। নিকৃষ্ট। ইতর। দুর্মতি- অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।

→ পাঠ-পরিচিতি-

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যংশটি ১৪ মাত্রায় অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমাধিক পরিচিত। এ কাব্যংশের প্রতিটি পঙ্ক্তি ১৪ মাত্রায় এবং ৮+৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঙ্ক্তির চরণান্তিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি। যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুসঙ্গে। একারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।

কবিতার ভাষাভিত্তিক এবং ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

সমাস-

অরিন্দ্রম- অরিকে দমন করে যে (এককথায় প্রকাশ/উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। সহোদর- সমান উদর যার; একই মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃপুত্র- ভ্রাতার পুত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পিতৃতুল্য- পিতার তুল্য (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বাসববিজয়ী- বাসব জয় করেছে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। রাঘবদাস- রাঘবের দাস (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। রাজহংস- হংসের রাজা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দেববলে- দেবের (দেবতার) বলে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দেব-দৈত্য-নর-রণ- বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস। অবিদিত- অ (নঞ) + বিদিত (নঞ তৎপুরুষ); অজ্ঞ- নঞ বহুব্রীহি। স্বচক্ষে- নিজের চক্ষে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বনবাসী- বনে বসবাসকারী (৭মী তৎপুরুষ)। কীটবাস- কীটের বাস (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। রক্ষোমণি- রক্ষপুত্রের মণি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দেবকুল- দেবতার কুল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পাপপূর্ণ- পাপে পূর্ণ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। পরদোষে- পরের দোষে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। জলাঞ্জলি- জল + অঞ্জলি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গুণহীন- গুণ দ্বারা হীন (৩য় তৎপুরুষ)। রক্ষবর- রক্ষপুত্রের বর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মলিনবদন- মলিন রূপ বদন (রূপক কর্মধারয়)।

বিষাদ- বি (উপসর্গ)। রক্ষঃ (রাক্ষস)- √রক্ষ + অস; অর্থ- রাক্ষসের নগরী। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ- রাক্ষস নগরীর শ্রেষ্ঠ। কুম্ভকর্ত- কুম্ভকর্ত যার (বহুব্রীহি); রাবণের ছোট ভাই- যে ছয়মাস ঘুমাত (যে খুব ঘুমাতে পারে তাকে কুম্ভকর্ত বলে বা যাকে সহজে জাগানো যায় না)। তক্ষুর- তদ + কর। অজ্ঞাগার- অজ্ঞ + আগার। আহবে- আ (উপসর্গ)। বিভীষণ- বি (উপসর্গ) + ভীষণ। সাধনা- সাধন (সাধি + অন) + আ। ধীমান- ধী + মতুপ। প্রকার- প্র (উপসর্গ) + কার। বিপক্ষ- বি (উপসর্গ)। অনুরোধ- অনু (উপসর্গ)। পিতৃ- √পা + তৃচ। বাক্য- √বচ + য। রক্ষোরথি- রক্ষ + আরথি। অধম- অধস + ম। মুগেন্দ্র- √মৃগ + ইন্দ্র। বিজ্ঞ- অ (উপসর্গ)। অ (উপসর্গ)। সম্বোধে- সম + বোধে। সংগ্রাম- সন্ধি হয় না। মহারথী- মহা + রথী; শ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা। বিমুখে- বি (উপসর্গ)। কুমতি- কু (উপসর্গ)। পরাক্রম- পরা (উপসর্গ) + ক্রম। দুর্বল- দুঃ + বল। যজ্ঞাগার- যজ্ঞ + আগার। প্রগলভে- প্র (উপসর্গ)। আজ্ঞা- আ (উপসর্গ)। নরাধম- নর + অধম। পদার্পণ- পদ + অর্পণ। দুরাচার- দুঃ + আচার। প্রফুল্ল- প্র (উপসর্গ)। অপমান- অপ (উপসর্গ)। অনুজ- অনু (উপসর্গ) + জ (জন্ম)। বৎস- √বৎ + স। বিরত- বি (উপসর্গ)। প্রলয়- প্র (উপসর্গ)। পদাশ্রয়- পদ + আশ্রয়। রক্ষার্থে- রক্ষা + অর্থে। জীমুতেন্দ্র- জীমূত (জী- জীবন) + ইন্দ্র। বীরেন্দ্র- বীর + ইন্দ্র। ধর্মপথগামী- ধর্মের পথগামী। রাক্ষসরাজানুজ- রাক্ষস + রাজা + অনুজ। বিখ্যাত- বি (উপসর্গ)। গুণবান- গুণ + বতুপ। তথাপি- তথা + অপি। নির্গুণ- নিঃ + গুণ। দুর্মতি- দুঃ + মতি।

→ অমিত্রাক্ষর ছন্দ:-

মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ভেঙে প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের মিল রক্ষা করেননি বলেই তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে

বলা হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ন। এ ছন্দে আরও কিছু নতুন বিষয় তিনি যোগ করেছিলেন বলে একে বলা হয় “১৪ মাত্রার অমিল প্রবাহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।”

→ সনেট:-

- ✓ সনেট হলো কবিতার একটি বিশেষ ধরনের রূপকল্প।
- ✓ সনেটের প্রবর্তক ইটালীয় কবি পেত্রোকা। একটি সনেটে দুই পর্বে ১৪ পংক্তি থাকে। ওই ১৪ পংক্তি ৮ পংক্তি ও ৬ পংক্তিতে বিভাজিত। প্রথম ৮ পংক্তিকে বলে অষ্টক আর শেষ ৬ পংক্তিকে বলে ষষ্টক। সনেটের অষ্টক-এর বিভাজনকে বলে দ্বিত্ব এবং ষষ্টক-এর বিভাজনকে বলে ত্রিত্ব।
- ✓ সনেটের অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা আর ষষ্টকে থাকে ভাবের পরিণতি।
- ✓ গঠনের দিক থেকে সনেট প্রধানত দুই রকম- পেত্রাকীয় ও শেক্সপীরীয়।

→ কবিতার ধরণ:-

- ✓ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- ✓ অমিল প্রবাহমান যতিস্বাধীন কবিতা।
- ✓ চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
- ✓ প্রতি পংক্তিতে মাত্রা সংখ্যা ১৪ টি।
- ✓ পর্ব সংখ্যা ২টি; প্রথম পর্ব ৮ মাত্রার আর দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার।
- ✓ ভাবপ্রকাশের প্রবাহমানতাও কাব্যংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য।

→ কবিতার লাইন সংখ্যা:- লাইন সংখ্যা- ৭২ টি।

→ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:-

- ✓ মেঘনাদের প্রাণবধ হয়েছে- লক্ষ্মণের হাতে।
- ✓ স্বর্ণলঙ্কা একটি- দ্বীপরাজ্য।
- ✓ স্বর্ণলঙ্কার অন্য নাম- রক্ষসপুর।
- ✓ স্বর্ণলঙ্কার রাজা- রাবণ।
- ✓ স্বর্ণলঙ্কা রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে- রামচন্দ্র কর্তৃক।
- ✓ রাজা রাবণ অসহায় হয়ে পড়ে- শত্রুর উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে।
- ✓ কুম্ভকর্ত- রাবণের ভাই।
- ✓ বীরবাহু- রাবণের পুত্র।
- ✓ মৃত্যু বরণ করেছিল- রাবণ পুত্র বীরবাহু।
- ✓ রাবণ মেঘনাদ কে বরণ করেন- মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে।
- ✓ যজ্ঞাগারের নাম- নিকুন্ডিয়া।
- ✓ মেঘনাদ নিকুন্ডিয়ায় গিয়েছিল- যুদ্ধযাত্রার পূর্বে।
- ✓ মেঘনাদ নিকুন্ডিয়ায় গিয়েছিল- ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা করতে।
- ✓ মায়াদেবীর আনুকূল্যে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছিল- লক্ষ্মণ।
- ✓ রাবণ অনুজ- বিভীষণ।
- ✓ লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে- বিভীষণের সহায়তায়।
- ✓ লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে- শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে।
- ✓ লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে- মায়াদেবীর মায়াদেবী বলে।
- ✓ মেঘনাদ ছিল- নিরস্ত্র।
- ✓ যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারে ছিল- বিভীষণ।
- ✓ ক্ষুণ্ণতাত অর্থ- অনুজ বা চাচা।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

- ১) ‘বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ’ কবিতায় কাকে বাসবত্রাস বলা হয়েছে? [ক ১৯-২০]
ক. বিভীষণকে খ. রামকে গ. রাবণকে ঘ. মেঘনাদকে
- ২) নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা এই কর্ম-দোষ হলো- [খ ১৯-২০]
ক. মেঘনাদের খ. রাবণের গ. বিভীষণের ঘ. সূর্যনখার
- ৩) রাবণের মায়ের নাম কী? [গ ১৯-২০; রাবি বি ১৭-১৮; ইবি বি ১৬-১৭]
ক. সরমা খ. বাসন্তী গ. কৈকেয়ী ঘ. নিক্ষা
- ৪) ‘The Captive Lady’ কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির লেখা? [চ ১৯-২০]
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. আব্দুল হাকিম ঘ. বুদ্ধদেব বসু
- ৫) লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে ‘বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ’ কবিতায় ‘আহব’ অর্থ? [ক ১৮-১৯]
ক. রাবণ খ. যুদ্ধ গ. লক্ষ্মণ ঘ. বিভীষণ
- ৬) “যার নীচসহ, নীচ সে দুমতি” শূন্যস্থানে বসবে- [খ ১৮-১৯]
ক. মতি খ. ধর্ম গ. গতি ঘ. জ্ঞাতি
- ৭) মেঘনাদের পিতামহীর নাম কী? [গ ১৮-১৯]
ক. প্রমীলা খ. চিত্রাঙ্গদা গ. মন্দোদারী ঘ. নিক্ষা
- ৮) ‘নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তক্ষুর?’ এখানে ‘তক্ষুর’ কে? [ক ১৭-১৮]
ক. মেঘনাদ খ. লক্ষ্মণ গ. কুম্ভকর্ণ ঘ. বিভীষণ

- ৯) নিকুন্ডিয়া যজ্ঞাগারে মেঘনাদ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেছিলেন? [জবি-ঘ ১৭-১৮]
ক. অগ্নিদেব খ. মহাদেব গ. ইন্দ্র ঘ. ব্রহ্মা
 - ১০) ‘নিশীথে অম্বরে মন্ড্রে জীমূতেন্দ্র কোপি’ এ চরণের ‘কোপি’-র সমার্থক কোনটি? [জবি-ঘ ১৭-১৮]
ক. বজ্র খ. বিদ্যুৎ গ. আঘাত ঘ. ত্রুদ
 - ১১) ‘রক্ষিয়া বাসবত্রাস’ ‘বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ’ কবিতায় ‘বাসবত্রাস’ কে? [জবি-ক ১৬-১৭]
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ গ. লক্ষ্মণ ঘ. বিভীষণ
 - ১২) ‘উত্তরীলা কাতরে রাবণি’ এখানে ‘রাবণি’ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? [জবি: এ ১৭-১৮]
ক. রাবণের পুত্র মেঘনাদকে খ. রাবণের সহোদর বিভীষণকে
গ. রাবণের স্ত্রীকে ঘ. রাবণের
 - ১৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় নদ কোনটি? [ই ১৭-১৮]
ক. ব্রহ্মপুত্র খ. ভৈরব গ. কপোতাক্ষ ঘ. কুমার
 - ১৪) ‘গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুমতি’ উক্তিটি কার? [ই ১৭-১৮]
ক. বিভীষণ খ. রাবণ গ. মেঘনাদ ঘ. রাম
- সঠিক উত্তর সমূহ: ১) ঘ; ২) খ; ৩) ঘ; ৪) খ; ৫) খ; ৬) গ; ৭) ঘ; ৮) খ; ৯) ক; ১০) ঘ; ১১) খ; ১২) ক; ১৩) গ; ১৪) গ;

পাঠোদ্ধারে দক্ষ হতে নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) বিশ্লেষণ

- ১) মধুসূদন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৮২৪ সালে খ) ১৮৩৪ সালে গ) ১৯২৪ সালে ঘ) ১৮৪৪ সালে
- ২) মাইকেল মধুসূদনের বাবার নাম কি?
ক) সুধির নারায়ণ খ) দীনেশ নারায়ণ গ) মোহন নারায়ণ ঘ) রাজনারায়ণ দত্ত
- ৩) মধুসূদন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৮৬৩ সালে খ) ১৮৭৩ সালে গ) ১৯৫৯ সালে ঘ) ১৯০১ সালে
- ৪) মধুসূদন প্রথম কোন কলেজে পড়াশুনা করেন?
ক) বিশপ কলেজে খ) প্রেসিডেন্সি কলেজে
গ) হিন্দু কলেজে ঘ) পোর্ট উইলিয়াম কলেজে
- ৫) মধুসূদন খ্রিস্টান হওয়ার পর কোন কলেজে ভর্তি হন?
ক) বিশপ কলেজে খ) প্রেসিডেন্সি কলেজে
গ) হিন্দু কলেজে ঘ) পোর্ট উইলিয়াম কলেজে
- ৬) মধুসূদন নিচের কোন ভাষায় দক্ষ ছিলেন?
ক) আরবি খ) উর্দু গ) ফার্সি ঘ) ফরাসি
- ৭) মাইকেল মধুসূদনের ছদ্মনাম কি?
ক) অ্যালফ্রেড খ) মাইকেল গ) মধু ঘ) টিমথি
- ৮) আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?
ক) মধুসূদন দত্ত খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) সৈয়দ সামসুল হক ঘ) শামসুর রহমান
- ৯) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ খ) মধুসূদন গ) সৈয়দ সামসুল হক ঘ) শামসুর রহমান
- ১০) মধুসূদনের সনেট সংখ্যা কত?
ক) ১০২ টি খ) ১০৩ টি গ) ১০৪ টি ঘ) ১০৫ টি
- ১১) মাইকেল প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
ক) শর্মিষ্ঠা খ) কৃষ্ণকুমারী গ) দ্য ক্যাপটিভ লেডি ঘ) সনেট
- ১২) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক নাটক কোনটি?
ক) শর্মিষ্ঠা খ) কৃষ্ণকুমারী গ) দ্য ক্যাপটিভ লেডি ঘ) শেষের কবিতা
- ১৩) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি কোনটি?
ক) শর্মিষ্ঠা খ) কৃষ্ণকুমারী গ) দ্য ক্যাপটিভ লেডি ঘ) হেমল্যাট
- ১৪) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য কোনটি?
ক) শর্মিষ্ঠা খ) কৃষ্ণকুমারী গ) পদ্মাবতী ঘ) মেঘনাদবধ কাব্য
- ১৫) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং প্রকাশিত মাইকেলের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক) শর্মিষ্ঠা খ) কৃষ্ণকুমারী গ) পদ্মাবতী ঘ) তিলোত্তমাসম্ভাব কাব্য
- ১৬) “Vision of The Past” কাব্যটি কার?
ক) মধুসূদনের খ) রবীন্দ্রনাথের গ) সৈয়দ সামসুল হকের ঘ) শামসুর রহমানের
- ১৭) নিচের কোনটি মাইকেলের পত্রকাব্য?
ক) ব্রজঙ্গনা কাব্য খ) বীরঙ্গনা কাব্য গ) মায়াকানন ঘ) পদ্মাবতী
- ১৮) মাইকেল রচিত শর্মিষ্ঠা কোন ধরনের সাহিত্য?
ক) কাব্য খ) গল্প গ) নাটক ঘ) উপন্যাস
- ১৯) নিচের কোনটি গ্রহসন?
ক) একেই কি বলে সভ্যতা খ) বুদ্ধ শালিকের ঘাড়ে রোঁ
গ) হেক্টরবধ ঘ) ক + খ

- ২০) নিচের কোনটি মাইকেলের গদ্য কাব্য?
ক) হেন্তরবধ খ) কৃষ্ণকুমারী গ) পদ্মাবতী ঘ) মেঘনাদবধ কাব্য
- ২১) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কাব্যগ্রন্থটুকু কোন কাব্যগ্রন্থের?
ক) হেন্তরবধ কাব্যের খ) কৃষ্ণকুমারীর
গ) পদ্মাবতী কাব্যের ঘ) মেঘনাদবধ কাব্যের
- ২২) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কাব্যগ্রন্থটুকু কোন সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে?
ক) ২য় সর্গ থেকে খ) ৪র্থ সর্গ থেকে
গ) ৫ম সর্গ থেকে ঘ) ৬ষ্ঠ সর্গ থেকে
- ২৩) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কাব্যগ্রন্থটি কতটি সর্গে বিভক্ত?
ক) পাঁচটি সর্গে খ) আট সর্গে গ) সাত সর্গে ঘ) নয় সর্গে
- ২৪) বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক কে?
ক) আল-মাহমুদ খ) মাইকেল গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) শামসুর রহমান
- ২৫) সনেট কয় পড়বে বিভক্ত?
ক) ২ পর্বে খ) ৩ পর্বে গ) ৪ পর্বে ঘ) ৫ পর্বে
- ২৬) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক) স্বরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত গ) অক্ষরবৃত্ত ঘ) পয়ার ছন্দে
- ২৭) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতাটি কেমন?
ক) সমিল প্রবাহমান খ) যতিস্বাধীন গ) যতিহীন ঘ) কাহিনীশূন্য
- ২৮) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতার লাইন সংখ্যা কত?
ক) ৭০ খ) ৭১ গ) ৭৬ ঘ) ৭২
- ২৯) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতাটি-
ক) রামায়ণ কেন্দ্রিক খ) বেদ কেন্দ্রিক
গ) গীতা কেন্দ্রিক ঘ) মহাভারত কেন্দ্রিক
- ৩০) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় বর্ণিত রাবণের রাজ্যের কি নাম?
ক) কামাখ্যা খ) স্বর্ণালংকা গ) নল রাজ্য ঘ) মথুরা
- ৩১) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় বর্ণিত যজ্ঞাগারের নাম কী?
ক) রক্ষপুর খ) লংকা গ) নিকুন্ডিলা ঘ) মন্দির
- ৩২) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় কয়টি পক্ষ বিরাজমান?
ক) দুইটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) একটি
- ৩৩) দ্বীপরাজ্য স্বর্ণালংকারের রাজা কে?
ক) বিভীষণ খ) কুম্ভকর্ণ গ) মেঘনাদ ঘ) রাবণ
- ৩৪) কুম্ভকর্ণ কে?
ক) রাবণের ভাই খ) বিভীষণের ভাই গ) মেঘনাদের চাচা ঘ) সবগুলি
- ৩৫) বীরবাহু কে?
ক) রাবণের ছেলে খ) বিভীষণের ভ্রাতুষ্পুত্র
গ) মেঘনাদের ভাই ঘ) সবকয়টি
- ৩৬) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় মেঘনাদকে কয়টি বিশেষায়িত নামে ডাকা হয়েছে?
ক) ৬ টি খ) ৭ টি গ) ৮ টি ঘ) ৯ টি
- ৩৭) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় রাঘব দাস কে?
ক) বিভীষণ খ) রামচন্দ্র গ) লক্ষ্মণ ঘ) সৌমিত্রি
- ৩৮) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় রাঘব বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে?
ক) বিভীষণকে খ) রামচন্দ্রকে গ) লক্ষ্মণকে ঘ) সৌমিত্রিকে
- ৩৯) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় বিভীষণকে কয়টি বিশেষায়িত নামে ডাকা হয়েছে?
ক) ১০ টি খ) ১১ টি গ) ১২ টি ঘ) ১৩ টি
- ৪০) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় নিকষা সতী কে?
ক) রাবণের মা খ) বিভীষণের মা গ) কুম্ভকর্ণের মা ঘ) সবকয়টি
- ৪১) রামচন্দ্রের মায়ের কি নাম?
ক) সুমিত্রা খ) নিকষা সতী গ) সৌদামিনী ঘ) অন্নপূর্ণা
- ৪২) রক্ষঃশ্রেষ্ঠ বিশেষণটি কার?
ক) রামচন্দ্রের খ) রাবণের গ) মেঘনাদের ঘ) কুম্ভকর্ণের
- ৪৩) সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে -এখানে শৃগাল বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক) রামচন্দ্রকে খ) রাবণকে গ) মেঘনাদকে ঘ) কুম্ভকর্ণকে
- ৪৪) বিষুখে অর্থ কি?
ক) সামান্যমানি খ) পরাজিত করে
গ) মুখে মুখে ঘ) বিশেষ বাণীর মাধ্যমে
- ৪৫) কর্ম-দোষে কোন সমাস?
ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) কর্মধারয় গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ
- ৪৬) রাজানুজ শব্দের সঠিক সন্ধি কোনটি?
ক) রাজ + অনুজ খ) রাজা + অনুজ গ) রাজা + আনুজ ঘ) রাজ + অনো
- ৪৭) অরিকে দমন করে যে, -এককথায় কি হবে?
ক) বীর খ) বিজিত গ) অরিন্দ্রা ঘ) গাজী

৪৮) অরিন্দ্র কোন সমাস?

- ক) তৎপুরুষ সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস

- খ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস
ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৪৯) কুম্ভকর্ণ কোন সমাস?

- ক) তৎপুরুষ সমাস
গ) রূপক কর্মধারয়

- খ) উপমান কর্মধারয়
ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৫০) বাসববিজয়ী কোন সমাস?

- ক) অলুক তৎপুরুষ সমাস
গ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস

- খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
ঘ) সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

৫১) তক্ষর শব্দের সঠিক সন্ধি কোনটি?

- ক) তদ্ + কর খ) তৎ + কর

- গ) তস + কর ঘ) তঃ + কর

৫২) অস্ত্রাগার শব্দের সঠিক সন্ধি কোনটি?

- ক) অস্ত্র+আগার খ) অস্ত্রো+আগার গ) অস্ত্রা+আগার ঘ) অস্ত্র+আগার

৫৩) ধীমানের শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

- ক) ধী + মান খ) ধী + বতুপ গ) ধী + মতুপ ঘ) ধীপ + মান

৫৪) রাজহংস কোন সমাস?

- ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
গ) চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস ঘ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

৫৫) দেব-দৈত্য-নর-রণ কোন সমাস?

- ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস গ) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস ঘ) নিত্য সমাস

৫৬) বনবাসী কোন সমাস?

- ক) তৎপুরুষ খ) দ্বিগু গ) কর্মধারয় ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৫৭) কে মেঘনাদের প্রাণ বধ করে?

- ক) রামচন্দ্র খ) বিভীষণ গ) রাবণ ঘ) লক্ষ্মণ

৫৮) স্বর্ণালংকা রাজ্যে কে আক্রমণ করেছে?

- ক) রামচন্দ্র খ) বিভীষণ গ) লক্ষ্মণ ঘ) মায়াদেবী

৫৯) কার পূজা করতে মেঘনাদ যজ্ঞাগারে গিয়েছিল?

- ক) দেবকুলের খ) মায়াদেবীর গ) অগ্নিদেবর ঘ) মনসা দেবীর

৬০) লক্ষ্মণকে কোন দেবী যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়েছে?

- ক) দেবকুল খ) মায়াদেবী গ) অগ্নিদেব ঘ) মনসা দেবী

৬১) ক্ষুদ্রতাত্ত্বিক অর্থ কি?

- ক) শত্রু খ) অগ্রজ গ) চাচা ঘ) অনুজ

সঠিক উত্তর সমূহ-

১) ক	২) ঘ	৩) খ	৪) গ	৫) ক	৬) ঘ	৭) ঘ
৮) ক	৯) খ	১০) ক	১১) গ	১২) ক	১৩) খ	১৪) ঘ
১৫) ঘ	১৬) ক	১৭) খ	১৮) গ	১৯) ঘ	২০) ক	২১) ঘ
২২) ঘ	২৩) ঘ	২৪) খ	২৫) ক	২৬) গ	২৭) খ	২৮) ঘ
২৯) ক	৩০) খ	৩১) গ	৩২) ক	৩৩) ঘ	৩৪) ঘ	৩৫) ঘ
৩৬) খ	৩৭) ক	৩৮) খ	৩৯) গ	৪০) ঘ	৪১) ক	৪২) খ
৪৩) ক	৪৪) খ	৪৫) ঘ	৪৬) খ	৪৭) গ	৪৮) খ	৪৯) ঘ
৫০) গ	৫১) ক	৫২) ঘ	৫৩) গ	৫৪) ঘ	৫৫) খ	৫৬) ক
৫৭) ঘ	৫৮) ক	৫৯) গ	৬০) খ	৬১) ঘ		

ব্যাকরণ অংশ

ভাষা-জ্ঞান

ভাষা

ব্যাকরণ এবং ভাষা কোনটি প্রথম? নিশ্চয়-ই ভাষা! হ্যাঁ, তাই তো হওয়ার কথা! মানুষ তো ভূমিষ্ঠ হয়ে-ই লেখার রীতি রপ্ত করেনি। মানুষ প্রথমে রপ্ত করেছে ভাষা (বলার রীতি)। মানুষ তার কথা বা কর্মকে ধরে রাখা বা লিপিবদ্ধ করে রাখা বা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অবিকৃত ভাবে উপস্থাপনের জন্য তৈরি করেছিল লেখার রীতি। আর লেখাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন করতে তৈরি করা হয়েছে ব্যাকরণ! তাই প্রতিটি ব্যাকরণের শুরুতে-ই রয়েছে ভাষার আলোচনা তারপর ব্যাকরণ। এই বইতেও এই ব্যতায় ঘটেনি!

বাংলা ভাষা কোথা থেকে এলো?

অন্য সকল কিছুর মতো ভাষাও জন্ম নেয়, বিকশিত হয়, কালান্তরে (এক কাল থেকে অন্য কালে) রূপ বদলায়। আজ যে-বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, কবিতা লিখি, গান গাই, অনেক আগে এ-ভাষা এরকম ছিল না। বাংলা ভাষার প্রথম বই- 'চর্যাপদ' আমরা অনেকে পড়তেও পারব না, অর্থ তো একবিদ্যুৎ বুঝবো না। কেননা হাজার বছর আগে যখন বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল, তখন ভাষাটা ছিল আধোগঠিত। তার ব্যবহৃত

শব্দগুলো ছিল অত্যন্ত পুরোনো, যার অনেক শব্দ আজ আর কেউ ব্যবহার করে না। সে-একদিনে হয় নি, হঠাৎ বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়ে এসে কবিদের বলে নি, আমাকে দিয়ে কবিতা লেখো। বাংলা ভাষা আরো একটি পুরোনো ভাষার ক্রমবদলের ফল।

যেমন- আৰ্য ভাষা (সংস্কৃত)	প্রাকৃত ভাষা	তত্ত্ব (খাঁটি বাংলা)
অম্র	অম্র	আম
বধু	বহু	বউ

ভাষা এভাবে বদলে যায়। বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ছিল 'অস্ট্রিক'। এই অঞ্চলের (ভারতীয় উপমহাদেশ) ভাষাগুলোর পুরাতন উৎস 'অনার্য ভাষা'। 'অনার্য ভাষা' হারিয়ে যায় আর্যদের (যাঁদের আগমন ঘটেছে ইউরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে) আগমনের ফলে। আর্যদের ভাষা হলো প্রাচীন 'বৈদিক ভাষা' (আর্য ভাষা)। আর বেদের ভাষাও বৈদিক! আর বৈদিক/আর্য ভাষা থেকে-ই জন্ম হয় 'সংস্কৃত' নামক ভাষার; আর এই সংস্কৃত ভাষা থেকে-ই জন্ম নেয় 'বাঙলা'। (তবে সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ভাষা!)।

আর, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'! প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দুটি ভাষা- 'পালি এবং অপভ্রংশ'। বাংলা ভাষা সরাসরি অপভ্রংশের কাছে ঋণী। এই প্রাকৃত থেকে-ই কালক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হয় 'বাঙলা ভাষা'! এ-বদল একদিনে হয় নি, প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় লেগেছে এর জন্যে। জন্মের পর থেকে 'বাঙলা ভাষা' পাথরের মতো এক স্থানে বসে থাকে নি। 'বাঙলা ভাষা' পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের কণ্ঠে, কবিদের রচনায়। 'বাঙলা ভাষা'কে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে-

- প্রথম স্তর- প্রাচীন বাংলা ভাষা; স্থিতিকাল- ৬৫০-১২০০ সাল পর্যন্ত।
 দ্বিতীয় স্তর- মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা; স্থিতিকাল- ১২০১-১৮০০ সাল পর্যন্ত।
 তৃতীয় স্তর- আধুনিক বাংলা ভাষা; স্থিতিকাল- ১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত।
 ৩ বাংলা ভাষার কাণ্ডারি (মূল গবেষক)-
 ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং
 ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

❖ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র মতে-
 বাংলা ভাষার উৎপত্তি-

গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে (৬৫০ সালে/সপ্তম শতাব্দীতে)।

❖ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মতে-

বাংলা ভাষার উৎপত্তি- মাগধী প্রাকৃত হতে (৯৫০ সালে/দশম শতাব্দীতে)।

বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে-

প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ

সাল হিসাবে সময় কাল :	সাল হিসাবে সময় কাল :	সাল হিসাবে সময় কাল :
৬৫০-১২০০ সাল	কাল : ১২০১-১৮০০ সাল	১৮০১-বর্তমান
শতাব্দী হিসাবে সময় :	শতাব্দী হিসাবে সময় :	শতাব্দী হিসাবে সময় :
সপ্তম-দ্বাদশ পর্যন্ত	সপ্তম : ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত	উনবিংশ-বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত
শহীদুল্লাহর মতে :	মধ্যযুগের মধ্যে আরেকটি যুগ :	মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সন্ধিতে তৈরি হয়েছে : যুগ সন্ধিক্ষণ
৬৫০-১২০০ পর্যন্ত	অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত	যুগসন্ধিক্ষণের সময় : ১৭৬০-১৮৬০ সাল
সুনীতিকুমারের মতে :	মধ্যযুগের মধ্যে আরেকটি যুগ :	সাহিত্য ধরণ : আত্মচেতনা ও জাতীয়তা; মানবের জয়জয়কার
৯৫০-১২০০ পর্যন্ত	অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত	সাহিত্য শ্রেণি : উপন্যাস, গল্প, ছোটগল্প, অনুগল্প, কাব্য, নাটক ইত্যাদি
শুরু : ৬৫০ সাল (সপ্তম শতাব্দী)	কাল : ১২০১-১৩৫০ শুরু : ১২০১ সাল (ত্রয়োদশ শতাব্দী)	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
শেষ : ১২০০ (দ্বাদশ শতাব্দী)	শেষ : ১৮০০ (অষ্টাদশ শতাব্দী)	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ : ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়
সাহিত্যের নাম : চর্যাপদ	সাহিত্য ধরণ : ধর্ম নির্ভর/ধর্ম কেন্দ্রিক	
সাহিত্য শ্রেণি : কাব্য	সাহিত্য শ্রেণি : কাব্য নির্ভর	
চর্যাপদের অন্যান্য নাম : চর্য্যচর্য্যবিনিচয়	সাহিত্যের নিদর্শন : মঙ্গল কাব্য	
চর্য্যপদের অন্যান্য নাম : চর্য্যচর্য্যবিনিচয়	সাহিত্য কর্মসমূহ : মনে রাখার সহজ	
সাহিত্য ধরণ : ধর্ম নির্ভর/ধর্ম কেন্দ্রিক		
আবিষ্কার সাল : ১৯০৭ সাল		
আবিষ্কারক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		
হরপ্রসাদের উপাধি : মহামহোপাধ্যায়		
আবিষ্কারের স্থান :		

নেপালের রাজদরবার (রয়্যাল লাইব্রেরি)
 সম্পাদনা সাল : ১৯১৬ সাল

প্রকাশ করে : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
 চর্যাপদ কী? : কতগুলো পদ সংকলন
 পদ সংখ্যা : সাড়ে ৪৬ টি (৪৬ ১/২টি)
 না পওয়া পদ : ২৪, ২৫, ৪৮ নং এবং ২৩-এর অর্ধেক
 মোট রচয়িতা : ২৪ জন
 ভাষা : সন্ধ্যা/সন্ধ্যা/আলোআধার

র ভাষা
 শহীদুল্লাহর মতে : পদকর্তা ২৩ জন
 মোট পদ ৫০ টি
 সুনীতিকুমারের মতে : পদকর্তা ২৪ জন
 মোট পদ ৫১ টি
 সাহিত্য ধরণ : পুঁথি
 সাহিত্য ছন্দ : মাত্রাবৃত্ত
 পদগুলো কাদের? : বৌদ্ধদের

বৌদ্ধ ধর্মের : সহজিয়া সম্প্রদায়ের
 চর্যাপদ : সাধন সংগীত
 এই পদগুলোর রচনাকারী : পদকর্তা যাদেরকে পা বলা হয়।
 ভাষা : শহীদুল্লাহ মতে : বঙ্গ-কামরূপী
 টীকা (ব্যাখ্যা) রচনা করেন : মুনিদত্ত
 হরপ্রসাদ কে? : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।
 বর্তমানে বাংলা সংস্কৃতি বিভাগ আলাদা বিভাগ।

উপায়
 শ্রী শ্রী বৈষ্ণব
 জীবানু মঙ্গল
 মহাভারত রামায়ণ
 রোমান
 মৈমনসিংহগীতিকা
 আরাকান
 পুঁথি কবিওয়ালা
 টপ্পাগান

মধ্যযুগের কবিগণ : বড়ু চণ্ডীদাস,
 চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কুন্তিবাস ওবা, দৌলত উজির বাহারাম খা, শাহ মুহম্মদ সগীর, চন্দ্রাবতী, দৌলত কাজী, সৈয়দ সুলতান, আলাওল, শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, দ্বিজ বংশীদাস, ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত (যুগসন্ধিক্ষণের কবি)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে : বাংলা চালু হয় ১৮০১ সালে
 ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা : লর্ড অয়েলেসলি
 উইলিয়াম কেরী : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক
 ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি বিলুপ্ত হয় : ১৮৫৪ সালে
 বাংলা গদ্যের জনক : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 গদ্যের সূচনা হয় : ১৯ শতকে
 ইয়ংবেঙ্গল : ইংরেজি ভাবদর্শ পুঁথি বাঙালি যুবক।
 বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা : রংপুরে বার্তাবহ যন্ত্র নামে (১৮৪৭ সালে)
 ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা : বাংলা প্রেস নামে (১৮৬০ সালে)
 এই ছাপাখানা থেকেই ১৮৬০ সালে নীল দর্পণ প্রকাশিত হয়

(বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠানটি জড়িত তা হলো- বাংলা একাডেমি; প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে; বাংলা একাডেমির পূর্বনাম- বরধমান হাউজ)

ভাষারীতি

- প্রশ্ন: ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি। [পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]
 প্রশ্ন: ভাষার মূল উপকরণ কী- বাক্য। [পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]
 প্রশ্ন: আর, বাক্যের মৌলিক উপাদান কী- শব্দ। [পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]
 প্রশ্ন: বাক্যের একক- শব্দ।
 প্রশ্ন: বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক- শব্দ।
 প্রশ্ন: শব্দের ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি।

প্রশ্ন: শব্দের একক- ধ্বনি।

প্রশ্ন: শব্দের ক্ষুদ্র অংশকে বলে- ধ্বনি।

প্রশ্ন: ধ্বনি কিসের সাহায্যে সৃষ্টি হয়? - বাগযন্ত্রের সাহায্যে।

প্রশ্ন: বাগযন্ত্র কোনগুলো- গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত, নাসিকা ইত্যাদি। [পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়- কান।

প্রশ্ন: মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম- ভাষা।

প্রশ্ন: ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে- দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে।

[পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: ভাষাভাষী (বাংলা ভাষায় কথা বলে) জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?

উত্তর: চতুর্থ। (ইথনোলোগের সূত্র অনুযায়ী ৬ষ্ঠ)। [পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলায় কথা বলে কোন কোন অঞ্চলের মানুষ?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ। (এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সিয়েরালিয়োন' সরকার বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং চালু রেখেছে)। বাংলাদেশের প্রায় নব্বই লক্ষ লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে।

প্রশ্ন: বর্তমানে পৃথিবীতে কত কোটি লোকের ভাষা বাংলা?

উত্তর: প্রায় ৩৫ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

প্রশ্ন: বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় যে কথা বলে তাকে কোন ভাষা বলা হয়?

উত্তর: আঞ্চলিক কথ্যভাষা/উপভাষা।

[পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: আদর্শ চলিত ভাষা-

উত্তর: বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্যরীতির সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষা।

প্রশ্ন: পৃথিবীতে অধিকাংশ ভাষার কয়টি রীতি? - দুইটি (কথ্য ও লেখ্য)।

প্রশ্ন: মৌখিক বা কথ্য রূপেরও আবার রয়েছে- দুইটি রীতি।

১. আদর্শ চলিত রীতি;

২. অঞ্চলিক কথ্য উপভাষা বা অঞ্চলিক কথ্য রীতি।

প্রশ্ন: লৌখিক/লেখ্য রূপেরও রয়েছে- দুইটি রীতি।

১. চলিত রীতি; ২. সাধু রীতি।

প্রশ্ন: বাংলা সাধু রীতির নমুনা পাওয়া যায়- মধ্যযুগের দলিল-দস্তাবেজে।

[পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: বাংলা গদ্যের জনক কে? - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। [পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: বাংলা চলিত গদ্যের জনক কে? - প্রমথ চৌধুরী। [পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ]

প্রশ্ন: সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় আসতে হলে কোন কোন পদের পরিবর্তন ঘটতে হয়? - সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের পরিবর্তন ঘটতে হয়।

প্রশ্ন: লিখিত ব্যাকরণ নেই- চলিত রীতির।

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
মস্তক	মাথা	জুতা	জুতো
তুলা	তুলো	শুক/শুকনা	শুকনো
বন্য	বুনো	হইল	হল/হলো
ঈড়িল	পড়ল/পড়লো	লাগিল	লাগলো

প্রশ্ন: বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে কোন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার সম্পদে পরিণত হয়- আরবি ও ফারসি।

পৃথিবীর বর্তমান ভাষা পরিস্থিতি

ভাষা নিয়ে গবেষণাকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান- ইথনোলগ। সম্ভ্রুতি প্রতিষ্ঠানটি তার ২২তম সংস্করণ প্রকাশ করে। সংস্থাটির বর্তমান তথ্য মতে- পৃথিবীতে জীবন্তভাষা ৭,১১১ টি।

১. চর্চাপদ কে আবিষ্কার করেন?

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. সুনীতিকুরাম সেন

খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২. কে সবচেয়ে বেশী পদ রচনা করেন?

ক. কাহুপা খ. লুইপা

গ. ভুসুদ্ধ পা ঘ. সবরপা

৩. বাংলা গদ্যের জনক কে?

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. সুনীতিকুরাম সেন

খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪. বাংলা ভাষা কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. ইন্দো-ইউরোপীয়
গ. দ্রাবিড় ভাষার গোষ্ঠীর

খ. সেমিয়-হেমিয়-র
ঘ. অস্ট্রিক ভাষা-র

৫. 'কত নদী সরোবর' বা বাংলা ভাষার জীবনী -কার লেখা?

ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. সুনীতিকুরাম সেন

খ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৬. বঙ্গ-কামরূপী থেকে সৃষ্ট অপর ভাষা-

ক. উড়িয়া খ. হিন্দি

গ. অসমিয়া ঘ. ব্রজবুলি

৭. বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কোন রীতির প্রচলন ছিল?

ক. মিশ্ররীতি খ. কথ্যরীতি

গ. চলিতরীতি ঘ. সাধুরীতি

৮. বাংলাভাষার পূর্ববর্তী স্তর-

ক. পৈশাচী প্রাকৃত খ. মাগধী প্রাকৃত

গ. শৌরসেন প্রাকৃত ঘ. মহারাষ্ট্র প্রাকৃত

৯. কে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করেন?

ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. সুনীতিকুরাম সেন

খ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১০. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?

ক. পালি খ. বঙ্গ-কামরূপী

গ. উড়িয়া ঘ. হিন্দি

১১. সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে ভুলনা মূলক গবেষণা কে করেন?

ক. উইলিয়াম কেরী
গ. রাজা রামমোহন রায়

খ. প্রমথ চৌধুরী
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২. ব্রজবুলি কী?

ক. হিন্দি ভাষা

খ. উর্দুভাষা

গ. ব্রজের ভাষা

ঘ. মিথিলার ও বাংলার মিশ্রভাষা

১৩. শহীদুল্লাহর মতে কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব?

ক. গৌড়ীয় প্রকৃত খ. গৌড়ীয় অপভ্রংশ

গ. মাঘধী প্রাকৃত ঘ. গৌড়ী সেন প্রকৃত

১৪. লেক্সিকোগ্রাফি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব

গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. অভিধানতত্ত্ব

১৫. বাগধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব

গ. অর্থতত্ত্ব

ঘ. বাক্যতত্ত্ব

১৬. বর্ণ হলো-

ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ

খ. চিহ্ন

গ. সংকেত

ঘ. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন

১৭. ব্যাকরণ শব্দটি কোন প্রকারের শব্দ-

ক. তত্ত্ব খ. তৎসম

গ. দেশী

ঘ. দেশি

১৮. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন-

ক. সুনীতিকুরাম
গ. এনামুল হক

খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. আহমদ শরীফ

১৯. ভাষার মূল উপকরণ হলো-

ক. বর্ণ খ. বাক্য

গ. প্রকৃতি

ঘ. প্রত্যয়

২০. ভাষার মূল উপাদান হলো-

ক. ধ্বনি শব্দ অক্ষর
গ. ধ্বনি অক্ষর লেখনী

খ. ধ্বনি শব্দ বাক্য
ঘ. ধ্বনি অক্ষর উচ্চারণ

২১. ভাষার প্রধান উপাদান-

ক. শব্দ খ. বর্ণ

গ. ধাতু

ঘ. নাম শব্দ

২২. ভাষার উৎসই হলো-

ক. ধ্বনি খ. বর্ণ

গ. শব্দ

ঘ. ভাষা

২৩. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা সৃষ্টি?

ক. প্রাকৃত খ. অপভ্রংশ

গ. বঙ্গ

ঘ. ব্রজবুলি

২৪. কোনটিকে বাংলা ভাষার ভগ্নি বলা হয়?

ক. হিন্দি খ. উড়িয়া

গ. আসামি

ঘ. মৈথিলী

২৫. রামায়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট নন কে?

ক. বাল্মীকি খ. কৃত্তিবাস

গ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর

ঘ. চন্দ্রাবতী

২৬. চর্চাপদ কতসালে আবিষ্কৃত হয়?

ক. ১৯১৬ সালে

খ. ১৯০৭ সালে

গ. ১৯১৪ সালে

ঘ. ১৮০১ সালে

২৭. চর্যাপদ কত সালে সম্পাদনা হয়?

ক. ১৯১৬ সালে খ. ১৯০৭ সালে গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৮০১ সালে

২৮. চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বী কবিদের রচনা?

ক. সনাতন খ. বৌদ্ধ গ. ব্রাহ্মণ ঘ. বৈষ্ণব

২৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে স্বীকৃত পণ্ডিত-

ক. আহমদ শরীফ খ. আবু হেনা মুস্তফা কামাল
গ. মুহম্মদ আবদুল হাই ঘ. মুনীর চৌধুরী

৩০. 'আরার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। এই উক্তিটি কে করেছেন?

ক. মদনমোহন তর্কালঙ্কার খ. মুকুন্দরাম
গ. ভারতচন্দ্র রায়গুণা কর ঘ. কামিনী রায়

৩১. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। এই প্রার্থনাটি কে করেছেন?

ক. ভারতচন্দ্র খ. ঈশ্বরচন্দ্র গ. মদনমোহন ঘ. ঈশ্বরীপাটুনি

৩২. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলিম কবি কে?

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. সৈয়দ সুলতান
গ. শেখ ফয়েজুল্লাহ ঘ. আলাওল

৩৩. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্য কোনটি?

ক. দেওয়ানা মদিনা খ. পদ্মাবতী গ. অনুদামঙ্গল ঘ. মনসামঙ্গল

৩৪. বাংলা টপোগানের জনক-

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মধুসূদন দত্ত গ. নিধু বাবু ঘ. ভারতচন্দ্র

৩৫. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক?

ক. ভারতচন্দ্র খ. দৌলত কাজী গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আবদুল হাকিম

৩৬. চর্যাপদের ভাষা কী?

ক. সন্ধ্যা ভাষা খ. সন্ধ্যা গ. আলোআদারি ভাষা ঘ. সবগুলো

৩৭. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় কবিতা রচনা করেন?

ক. ব্রজবুলি খ. মান বাংলা গ. অপভ্রংশ ঘ. সংস্কৃত

৩৮. বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য যুগ কোনটি?

ক. ১১০০-১২০০ খ্রি খ. ১২০১-১৫০০ খ্রি
গ. ১৫০১-১৬০০ খ্রি ঘ. ১৬০১-১৭০০ খ্রি

৩৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?

ক. চন্দ্রাবতী খ. চন্দ্রাবিবি গ. চন্দ্রামতি ঘ. চন্দ্রাবানু

৪০. আলাওল কোন শতকের কবি?

ক. পঞ্চদশ খ. ষোড়শ গ. সপ্তদশ ঘ. অষ্টাদ

৪১. 'লায়লী মজনু' কাব্যটি কার রচনা?

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. দৌলত কাজী
গ. দৌলত উজির বাহরাম খা ঘ. আলাওল

৪২. নিচের কোনটি মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্য?

ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. চৈতন্যচরিতামৃত

৪৩. কবি আলাওল কোন ভাষা থেকে তার পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?

ক. আরবি খ. ফার্সি গ. হিন্দি ঘ. উর্দু

৪৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?

ক. সুকুমার সেন খ. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুনীতিকুমার

৪৫. যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে সব কাহার জন্ম নির্যণ না জানি -কার রচনা?

ক. দৌলত কাজী খ. আলাওল
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আবদুল হাকিম

৪৬. আলাওল কোথায় থেকে পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?

ক. ত্রিপুরা খ. আরাকানে গ. গোড়ে ঘ. রোসাদিতে

৪৭. কোন লিপি থেকে বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়েছে?

ক. রোমান খ. সিদ্ধ গ. মিশরীয় ঘ. ব্রাহ্মী

৪৮. কবি আলাওলের প্রথম রচনা কোনটি?

ক. পদ্মাবতী খ. সয়ফুল-মূলক-বদি-উজ্জমান
গ. হস্তপয়কর ঘ. তোহফা

৪৯. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি?

ক. ভারতচন্দ্র খ. আলাওল গ. চণ্ডীদাস ঘ. শাহ সগীর

৫০. চর্যাপদ কিসের সংকলন?

ক. কবিতার খ. গানের গ. নাটকের ঘ. সবগুলো

৫১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কে রচনা করেন?

ক. কেতকাদাস ক্ষেমন্ত খ. বড়চণ্ডীদাস
গ. মুকুন্দাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত

৫২. বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৫৩. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। -এই উক্তিটি কার?

ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি গ. বিদ্যাসাগর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস -বইটির রচয়িতা-

ক. নিহারঞ্জন রায় খ. নীহার রঞ্জন সরকার
গ. আবদুল করিম ঘ. আহমদ শরীফ

সঠিক উত্তর সমূহ:-

১. ক	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. গ	৭. ঘ
৮. খ	৯. ক	১০. খ	১১. খ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. ঘ
১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. খ	২০. খ	২১. খ
২২. ঘ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. ক	২৮. খ
২৯. ক	৩০. গ	৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. গ	৩৫. গ
৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. গ	৪১. গ	৪২. খ
৪৩. গ	৪৪. খ	৪৫. ঘ	৪৬. ঘ	৪৭. ঘ	৪৮. ঘ	৪৯. ক
৫০. খ	৫১. খ	৫২. খ	৫৩. ক	৫৪. ক		

উচ্চারণ

শব্দের উচ্চারণ এবং এর উচ্চারণ কেন্দ্রিক আলোচনা ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ বাক সম্পন্ন বলে উচ্চারণ তাঁর স্বভাবজাত। উচ্চারণের কারণে এক মানুষের বাচনভঙ্গি অন্য মানুষ থেকে আলাদা এবং হৃদয়গ্রাহী।

উচ্চারণ নিয়ে প্রথম ভাবনায় পেরেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা শব্দের উচ্চারণে বিশৃঙ্খলা খোঁজে পান; এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই তিনি শৃঙ্খলা খুঁজার প্রচেষ্টা চালান।

অনেক ক্ষেত্রে-ই আমাদের লিখা একরকম উচ্চারণ আরেক রকম; আবার উচ্চারণ একরকম লিখা আরেক রকম। সংস্কৃত ভাষার শব্দ নিয়েছি, নেইনি তাঁর পুরোপুরি উচ্চারণ। যেমন- পদ্মা, আত্মীয়, গ্রীষ্ম, বিস্ময়, বিশ্ব এই শব্দগুলোর উচ্চারণ বাংলায় ভিন্ন!

বাংলায় একরকম ধ্বনির জন্যে আছে একাধিক বর্ণ! যেমন- স, শ, ষ! ৎ, ঙ! ই, ঈ; উ, ঊ! ক্ষ = ক + ষ! আবার এক বর্ণের জন্যে আছে একাধিক ধ্বনি! যেমন- এ, এ্যা, অ্যা। সমস্যার গোড়াতে রয়েছে আধ্বলিকতাও। তাই, ভাষাকে শতভাগ নিয়মে বাঁধা যায় না!

আমরা জানি ভাষার মৌলিক উপাদান ধ্বনি। ধ্বনি আর উচ্চারণ সহযাত্রী। তাই ধ্বনির সমাধান উচ্চারণে। উচ্চারণ ভুলে অর্থবিকৃতি এবং শব্দবিকৃতি ঘটে থাকে।

ভাষাকে শতভাগ নিয়মে বাঁধা যায় না, আবার নিয়ম-কে বাদ দেয়াও অসম্ভব। ব্যাকরণ নিয়মের তাবোদারি করে। আপনাদের উচ্চারণকে অধিকতর সহজ এবং বোধগম্য (বোধ্য) করতে গুটিকয়েক শৃঙ্খল (সূত্র) ভুলে ধরা হলো-

১) অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়-

ক) বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ (অর্থাৎ নিজের উচ্চারণ বজায় থাকা)।

* শব্দের প্রথমে না বোধক-অ থাকলে। যেমন- অটল, অনাচার।

* অ কিংবা আ-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়।

যেমন- অমানিশা, অনাচার, কথা।

* পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত হয়।

যেমন- কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।

* ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং ও-ধ্বনির পরবর্তী-অ প্রায়ই বিবৃত (স্বাভাবিক) হয়। যেমন- তৃণ, দেব, ধৈর্য, নোলক, মৌন।

* অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের অ বিবৃত হয়।

যেমন- গঠিত, মিত, জনিত।

খ) সংবৃত বা ও-ধ্বনির মত উচ্চারণ।

* পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি অ সংবৃত হয়। যেমন- অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা- কোরে)। কিন্তু সমাপিকা করে শব্দের অ বিবৃত।

* পরবর্তী ই, উ - ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র-ফলাযুক্ত অ সংবৃত হয়। যেমন- প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। অ, আ

ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব অ বিবৃত হয়। যেমন- প্রভাত, প্রত্যয়, প্রণাম ইত্যাদি।

* তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত পদের অন্ত্য স্বর অ সংবৃত হয়। যেমন- প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

* ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য অ সংবৃত হয়। যেমন- পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

২) বানানের মূৰ্ধ্য-ণ এবং দন্ত-ন-এর উচ্চারণ সবসময় দন্ত-ন দিয়ে করতে হয়। যেমন- ঋণ (রিন্)।

৩) বানানের অন্তঃস্থ-য এর উচ্চারণ বর্গীয়-জ এর অনুরূপ।

যেমন- যোগাযোগ (জোগাজোগ), যাই (জাই)।

৪) শব্দের প্রথমে র-ফলা যুক্ত অ-কারান্ত ধ্বনি সবসময় ও-কারান্ত হয়।

যেমন- প্রথম (প্রোথম),

প্রভাত (প্রোভাত), শ্রবণ (শ্রোবোন)।

৫) অ + য-ফলা: অ বা অ-কারান্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পর য-ফলা থাকলে অ-সবসময় ও-কারান্ত হয়।

যেমন- ধন্য (ধোনো), বন্য (বোনো), শস্য (শোশ্যো)।

৬) ক্ষ = ক + ষ =

ক) শব্দের প্রথমে ক্ষ থাকলে খ-এর মতো উচ্চারিত হবে।

যেমন- ক্ষমা (খমা), ক্ষয় (খয়), ক্ষতি (খোতি)।

খ) শব্দের মাঝে ক্ষ থাকলে কখ উচ্চারিত হবে।

যেমন- লক্ষ্য (লোকখ্যো), পক্ষ (পোকখ্যো)।

গ) ক-এর সংগে ষ-যুক্ত করে ক্ষ বর্ণের উচ্চারণ ছিল কষ। হিন্দিতে এই বর্ণের মূল উচ্চারণ বজায় আছে।

যেমন- শিক্ষা (শিক্ষা)।

৭) জ্ব = জ্ + ঞ = শব্দের আদিতে উচ্চারণ গ্যঁ, মাঝে বা শেষে গগ্যঁ।

যেমন- জ্ঞান (গ্যঁান), বিজ্ঞ (বিগ্যঁো);

বিজ্ঞান (বিগ্যঁান/বিগ্যঁান)।

৮) ঞ = ঞ্ + চ = যুক্তবর্ণ হিসাবে ঞ-আসলে উচ্চারণে 'ন' লিখতে হয়।

যেমন- অঞ্চল (অনচল), চঞ্চল (চনচল)।

৯) ক্ষ = হ্ + ম = আগে বসলে ম-এর মতো উচ্চারণ।

যেমন- ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মহন্)।

[ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

উচ্চারণ হ পরে বসে, আর যুক্তবর্ণ ভাঙতে হ-আগে]

১০) হ = হ্ + ন, হ্র = হ্ + ণ = চিহ্ন (চিনহো),

অপরহ্র (অপোরানহো)।

[উচ্চারণ হ পরে বসে, আর যুক্তবর্ণ ভাঙতে হ-আগে]

১১) ঋ = ক) স্বাধীভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি অথবা রী-এর মতো হয়।

যেমন- ঋণ (রিন্), ঋতু (রিতু)।

খ) আর ব্যঞ্জন ধ্বনির সংগে সংক্ষিপ্ত রূপে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা + ই-কার এর মতো হয়।

যেমন- মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)।

১২) ঞ = ঞ বর্ণের ধ্বনিটি অনেকটা ইয়-এর উচ্চারণের প্রাপ্ত ধ্বনির মতো।

যেমন- ভূঞা (ভুইয়া)।

চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে (অর্থাৎ, ন-হয়)।

যেমন- জঞ্জাল (জন্জাল), খঞ্জন (খন্জন্)।

১৩) ঞ = ঞ বর্ণের ধ্বনিটি অনেকটা ঙ-এর উচ্চারণের প্রাপ্ত ধ্বনির মতো।

যেমন- অহংকার (অহঙ্কার), রং (রঙ)।

১৪) ঞ = ঞ বর্ণের ধ্বনিটি ন-এর উচ্চারণের প্রাপ্ত ধ্বনির মতো।

যেমন- ঘণ্টা (ঘনটা), লণ্ঠন (লন্ঠন)।

১৫) য = ক) শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে এর দ্যোতিত (প্রকাশিত) ধ্বনি জ-এর মতো।

যেমন- যখন (জখন), যাবেন (জাবেন),

যুদ্ধ (জুদ্ধো), যম (জম)।

খ) শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে (য়) হয়।

যেমন- বি + যোগ (জোগ) = বিয়োগ।

১৬) শ, স, ষ =

ক) বানানের তালব্য-শ উচ্চারণে স/শ হতে পারে।

যেমন-

শ্রমিক (শ্রোমিক), শৃঙ্খল (শ্রিঙ্খল), প্রশ্ন (প্রোসনো), শনাক্ত (শনাকতো), শাস্ত্র (শাস্ত্রো)।

খ) বানানের মূৰ্ধ্য-ষ উচ্চারণে শ হতে পারে।

যেমন-

ষড়ঋতু (শড়োরিতু), ষাণ্মাষিক (শাণ্মাষিক)।

গ) বানানের দন্ত-স উচ্চারণে তালব্য-শ হয়।

যেমন-

সংক্রান্ত (শঙ্ক্রান্তো), সংগ্রহ (শঙ্গ্রোহো), সংবাদ (শঙ্বাদ), সংরক্ষণ (শঙ্রোকখোন্)।

১৭) ঃ = পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়।

যেমন- দুঃখ (দুখখো), প্রাতঃকাল (প্রাতোককাল)।

১৮) ড়, ঢ় = বানানে ড় বা ঢ় থাকলে উচ্চারণে উভয়ের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে।

যেমন- টেঁড়স, (ঢ্যাঁড়োশ); রুঢ়ি (রুঢ়ি)।

১৯) বানানে যুক্ত বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণটির সাথে কোন স্বরচিহ্ন না থাকলে, উচ্চারণে দ্বিতীয় বর্ণটির সাথে ও-কার যোগ করতে হয়।

যেমন- অংক/অঙ্ক (অঙ্কো), অংগন (অঙ্গোন)।

২০) বানানের দীর্ঘ-ঈ উচ্চারণে সবসময় হ্রস্ব-ই হয়।

যেমন- ঈষৎ (ইশত), ঈর্ষান্বিত (ইর্শান্বিতো)।

২১) বানানের দীর্ঘ-ঈ-কার উচ্চারণে সবসময় হ্রস্ব-ই-কার হয়।

যেমন- অঙ্গীকার (ওঙ্গীকার), ধনী (ধোনি)।

২২) বানানের দীর্ঘ-উ উচ্চারণে সবসময় হ্রস্ব-উ হয়।

যেমন- উর্মি (উর্মি), উষা (উশা)।

২৩) বানানের দীর্ঘ-উ-কার উচ্চারণে সবসময় হ্রস্ব-উ-কার হয়।

যেমন- অনুকূল (ওনুকুল), অনুভূতি (ওনুভুতি)।

২৪) বানানের ঐ-কার উচ্চারণে ও + ই দিয়ে করতে হয়।

যেমন- ঐতিহাসিক (ওইতিহাসিক),

চৈতন্য (চোইতোনো),

২৫) বানানের ঔ-কার উচ্চারণে ও + উ দিয়ে করতে হয়।

যেমন- ঔপন্যাসিক, (ওউপোন্যাসিক)।

২৬) শব্দের বানানে কোন বর্ণে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, ঐ বর্ণের উচ্চারণ লিখার সময় হসন্ত দিয়ে লিখতে হয়।

যেমন- ডুবন্ত (ডুবন্তো)।

২৭) ত্র = বাংলায় এর উচ্চারণ ত্ + ত হয়।

যেমন- মহাত্মা (মহাতর্তা)।

২৮) ঞ = ষ + ম সহযোগে গঠিত এই যুক্তবর্ণের বাংলা উচ্চারণ শর্শ।

যেমন- ভীষ্ম (ভিশ্শো), গ্রীষ্মো (গ্রিশ্শো)।

২৯) ঞ = বানানের ঞ উচ্চারণে শর্শ দিয়ে করতে হয়।

যেমন- অকস্মাৎ (অকোশ্শাত)।

৩০) ঞ = (ক্ + ম) বানানের কম উচ্চারণে ক দিয়ে করতে হয়।

যেমন- রুক্মিণী (রুক্মিনি/রুক্মিনি)।

৩১) হ্য = হ-এর সংগে য-ফলা যুক্ত হলে হ-এর মহাপ্রাণতা পরে উচ্চারিত হয়।

যেমন- বাহ্য (বাহ্যো=বা+জ+ঝো),

সহ্য (সহ্যো=শো+জ+ঝো)।

উচ্চারণ

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

১. উচ্চারণ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

ক. রূপতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. অর্থতত্ত্বে

২. প্রথম-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. প্রোথম খ. প্রথোম গ. প্রোথোম ঘ. প্রথম

৩. ধন্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ধনোনো খ. ধোনো গ. ধোনো ঘ. ধন্যন্য

৪. লক্ষ্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. লক্ষ্য খ. লোখ্য গ. লকখ ঘ. লোকখো

৫. বিজ্ঞান-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. বিগগ্যান্ খ. বিগগান গ. বিগ্যান ঘ. বিঘগান

৬. চঞ্চল-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. চনচোল্ খ. চনচল্ গ. চঞচল্ ঘ. চোঞ্চল

৭. ব্রাহ্মণ-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ব্রাহ্মণ খ. ব্রাহমন্ গ. ব্রামহন্ ঘ. ব্রাহমোন

৮. অপরাহ্ন-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. অপোরানহো খ. অপরানহ্ গ. অপরানহো ঘ. কোনটি নয়

৯. ভূইয়া-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ভুইয়া খ. ভুইয়া গ. ভুইয়া ঘ. কোনটি নয়

১০. অহংকার-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. অহঙকার খ. অহংকার গ. অহমকার ঘ. কোনটি নয়

১১. জঞ্জাল-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. জোনজাল্ খ. জঞজাল্ গ. জনজাল্ ঘ. জোনজাল

১২. অসত্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. অসইতত খ. অসইততো গ. অশতত ঘ. অশোততো

১৩. ঐক্যমত্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ঐক্যমত খ. ঐক্যমোততো গ. ওইকোমোততো ঘ. ঐকোমততো

১৪. অসহ্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. অসোজ্বো খ. অসয্য গ. অসজ্বো ঘ. অসহ্য

১৫. বাগ্মিতা-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. বাগ্মিতা খ. বাগ্গিতা গ. বাগ্মিতা ঘ. বাগ্মিতা

১৬. ক্রমপুঞ্জিত-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ক্রমোপুনজিত খ. ক্রোমোপুনজিত গ. ক্রমোপুনজিত ঘ. ক্রোমপুনজিত

১৭. তথ্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ততথ খ. ততথো গ. তোতথো ঘ. তইতথ

১৮. সমীকরণ-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. শমিকরন খ. শোমিকরন গ. শমিকরোন ঘ. শোমিকরোন

১৯. সাপেক্ষ-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. সাপেকখো খ. সাপেখখো গ. সাপেখখো ঘ. সাপেকখো

২০. প্রজন্য-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. প্রজনম খ. প্রজনমো গ. প্রোজনমো ঘ. প্রোজোনমো

২১. সুস্ব-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. সুখম খ. শুখখ গ. সুয়খো ঘ. শুকখোঁ

২২. ব্যতীত-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ব্যতিত খ. ব্যাতিত গ. বেতিতো ঘ. ব্যোতীত

২৩. আহ্বান-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. আহোবান খ. আহোবান গ. আউভান ঘ. আওভান

২৪. ব্যাকরণ-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ব্যাকরোণ খ. ব্যাকরোন গ. ব্যাকরোণ ঘ. ব্যাকরনো

২৫. অধ্যক্ষ-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. অধখোখো খ. ওদধোখো গ. অদোকখো ঘ. ক্রোমপুনজিত

২৬. অনুশাসন-শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিচের কোনটি?

ক. ওনুশাশোন্ খ. অনুশাসোন্ গ. ওনুশাসোন ঘ. অনুশাশোন

সঠিক উত্তর সমূহ :-

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক	৭. গ
৮. ক	৯. ক	১০. ক	১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. ক
১৫. গ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. গ	২১. ঘ
২২. গ	২৩. ঘ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. ক		

ATM- অংশ

সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ

প্রশ্ন: সমার্থক শব্দের অপর নাম-

উত্তর: একার্থক শব্দ। অর্থাৎ, উভয়ের অর্থ এক।

প্রশ্ন: সমার্থক শব্দ-

উত্তর: যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে।

প্রশ্ন: সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর: রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য।

প্রশ্ন: সমার্থক শব্দের প্রয়োগটা কোথায় বেশি দেখা যায়? উত্তর: কবিতায়।

আকাশ- গগন, নভঃ, নভস, সুরবরতা, মহাবিল, ত্রিপিষ্টপ, দেবপথ, নভোগল, অত্রক, তারাপথ, দ্যো, দৌ, ঘনশ্রয়, পুষ্কর, বায়ুবরতা, মেঘবরতা, মরুদ্রবতা, নীলাকাশ, অক্ষর, মেঘাম্পদ, মেঘবেশা, নাক, ঘনবীথি, শূন্য, শূন্যতল, ছায়ালোক, লোকালোক, নিরাকার, আসমান, বিমান, দ্যু, অন্তরীক্ষ, অম্বর, ব্যোম, দ্যুলোক, অনন্ত, নীলিমা, খ, ত্রিদিব, উড়ুপথ, পুরবরতা, বিয়ৎ, রোদঃ, পবনপথ, বিহায়, অঙ্গন, সুরপথ, ক্রন্দসী, রোদসী, অত্র।

আগুন- অগ্নি, অনল, পাবক, বহি, হুতশন, হুতশ, বিভাবসু, দহন, হোমগ্নি, কুশান, বায়ুসখা, সর্বভুক, শিখা, বৈশ্বানর।

কোকিল- পরভূত, পিক, অন্যপুষ্ট, কলকঠ, বসন্তদূত, মধুরর, মধুসখা, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট।

কন্যা- মেয়ে, কনে, পুত্রী, কুমারী, ঝি, নন্দিনী, তনয়া, নিলয়, দুহিতা, আত্মজা, তনুজা, দুলালী, সূতা।

সমোচরিত ভিন্নার্থক শব্দ

প্রশ্ন: বিভিন্নার্থক শব্দ কাকে বলে?

উত্তর: একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ থাকলে তখন তাকে বিভিন্নার্থক শব্দ বলে।

যেমন- অঙ্ক - টাকার অঙ্কে কত হবে? (সংখ্যা)।

অঙ্ক - অঙ্কটা কষ। (আঁক)

লক্ষণ- বৈশিষ্ট	শূর- বীর	নাড়- পাখির বাসা
লক্ষণ- রামের ভাই	সুর- দেবতা, পণ্ডিত, গানের ধ্বনি	নীর- পানি
শর- বাণ, তীর	গুণ- বৈশিষ্ট, ধর্ম, পূরণ	মোড়ক- আচ্ছাদন
সর- তরল পদার্থের জমা	করা	মড়ক- মহামারী
পুরু স্তর	গুন- কাছি, দড়ি	
ইলা- বধু	নিবার- নিষেধ করা	আকিঞ্চন- নিঃস্ব
ঈলা- পৃথিবী	নীবার- ধান বিশেষ	আকিঞ্চন- ইচ্ছা
সকল- সব, সমস্ত	মারি- আঘাত করি	সুত- পুত্র
শকল- মাছের আঁশ	মারী- মহামারী	সুত- সারথি
সাদী- আশ্বারোহী	শিখি- শিক্ষা করি	নাড়- পাখির বাসা
শাদি- বিয়ে	শিখী- ময়ূর	নীর- পানি
অন্যান্য- আপরাপর (ভিন্ন ভিন্ন)	সুরি- কবি	শিকড়- বৃক্ষমূল
অন্যান্য- পরস্পর	সুরী- জ্ঞানী	শীকর- জলকতা
অলিক- ললাট	শুশ্রূ- শাস্ত্রি	সর্গ- অধ্যায়, সৃষ্টি
অলীক- মিথ্যা	শাশ্রু- দাড়ি	স্বর্গ-দেবলোক
অশন- ভোজন	শারদা-ভগবতী দুর্গা	সন-বহর
আসন- ক্ষেপন	সরদা-সরস্বতী	স্বন-শব্দ
অশু- ছোটক	সামি- অর্ধাংশ	সীমন্ত- সিথি
অ-স্ব- নিজের নহে	স্বামী- প্রভু, ভর্তা	সীমান্ত- সীমামেষ
অশা- পাথর, শিলা		
আপন- নিজ	কপাল- মাথার খুলি	তদীয়- তাহার
আপণ- দোকান,	কপোল- গণ্ডদেশ	তুদীয়- তোমার
দীপ- প্রদীপ	ধনী- ধনবান	চির- দীর্ঘকাল
দীপ- জলবেষ্টিত	ধনি- সুন্দরী স্ত্রী	চীর- ছিন্নবস্ত্র
বল্লব-পাচক,গোপ	গণ্ডি- চৌহদ্দি	
বল্লভ-প্রিয়	গণ্ডী- ধনুক	

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রশ্ন: বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে?

উত্তর: একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

প্রশ্ন: একটি শব্দের বিপরীত অর্থ তৈরি করা হয় কিভাবে?

উত্তর: উপসর্গ যোগে।

প্রশ্ন: এই উপসর্গগুলো কি কি?

উত্তর: অ, অন, অনা, অপ, অব, দূর, ন, না, নি, নির।

প্রশ্ন: এই উপসর্গগুলো প্রায়ই কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?

উত্তর: না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন-আকার- নিরাকার (নির)।

**অনেক সময় বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে।

মূলশব্দ	বিপরীতর্থক শব্দ	মূলশব্দ	বিপরীতর্থক শব্দ
ভূত	ভবিষ্যৎ	উপচয়	অপচয়
সাকার	নিরাকার	সচেষ্টি	নিশ্চেষ্টি
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ	আঁটি	শাঁস
ইদানিং	তদানিং	জ্ঞানী	অজ্ঞানী/মূর্খ
সমষ্টি	ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক)	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
যুক্ত	বিযুক্ত	স্বকীয়	পরকীয়
আবির্ভাব	তিরোভাব	সৃষ্টি	বিনাশ/সংহার
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	আপদ	সম্পদ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ	ইহা	উহা
সন্ধি	বিগ্রহ	সঞ্চয়	অপচয়
কৃত্রিম	স্বভাবিক	লাঘব	গৌরব
অম্ল	মধুর	উগ্র	সৌম্য
অর্পন	গ্রহণ	রম্য	কুৎসিত
উন্নত	অবনত	খাতক	মহাজন
গুরু	লঘু	বৈরাগ্য	আসক্তি
চেতনা	জড়	নিত্য	অনিত্য/নৈমিত্তিক
অধমর্গ	উত্তমর্গ	বর্ধমান	ক্ষীয়মান
নিষ্কৃতি	প্রশ্বাস	ধনী	দরিদ্র/নির্ধন
ভীত	সাহসী	প্রবৃষ্টি	নিবৃতি
প্রবল	দুর্বল	ভীরা	নির্ভীক
হাজির	গরহাজির	তিমির	আলোক
ঋজু	বক্র	অন্ধ	চক্ষুস্থান
নিম্পুক	স্তাবক	তামসিক	রাজসিক
আবাহন	বিসর্জন	সুমেধ	কুমেধ
রম্য	কুৎসিত	সম্মতি	আপত্তি
অমৃত	গরল/বিষ	জটিল	সরল
হরদম	কদাচিত্	অনুজ	অগ্রজ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	দুলোক	ভুলোক
তাপ	শৈত্য	বন্ধুর	মসৃণ
জ্যোৎস্না	অমাবস্যা	অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	বিনীত	উদ্ধত
নিমল	পঙ্কিল	লব	হর
ঈষৎ	অধিক	বিদিত	অজ্ঞাত
প্রবল	দুর্বল	প্রবৃষ্টি	নিবৃতি
সারাংশ	ভাবসম্প্রসারণ	গোরা	কালো
উজান	ভাটি	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
আবির্ভাব	তিরোধান	উন্নত	অবনত
কৃশ	স্থূল	দৈব	দুর্দৈব
গৌরঙ্গ	শ্যামল	সমবেত	ছত্রভঙ্গ
দুর্জন	সজ্জন	বন্য	সভ্য
দুর্যোগ	সুযোগ	লেখ্য	কথ্য
দৃঢ়	শিথিল	শিখর	পাদদেশ
তন্দ্রা	জাগরণ	লগ্ন	চ্যুত
তেজি	মন্দা	দুর্বিনীত	বিনীত
জরা	যৌবন	দেব	দৈত্য
জনাকীর্ণ	জনবিরল	জোর	কমজোর
মূর্ত	বিমূর্ত	যাযাবর	গৃহী

এককথায় প্রকাশ

অ

- অনুসন্ধান করার ইচ্ছা = অনুসন্ধিৎসা
- অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা
- অনুকরণ করার ইচ্ছা = অনুচিকীর্ষা
- অতি উচ্চ ধ্বনি = মহানাদ
- অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার = অনভিজ্ঞ
- অন্য কোন গতি নেই যার (গত্যন্তরহীন) = অনন্যগতি (অনন্যোপায়)।
- অন্য করো উপর আসক্ত হয় না যে নারী = অনন্যা
- অন্যায় গোড়ামি পূর্ণ প্রতিষ্ঠান = অচলায়তন
- অতিশয় কর্ম নিপুন ব্যক্তি = ধুরন্ধর
- অগ্নি উৎপাদনের কাঠ = অরণি
- অগ্র পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী = আনুপূর্বিক
- অদূর ভবিষ্যতে যা পাবার সম্ভাবনা নাই = সুদূরপর্যন্ত

- অদ্রলেনহন করে যে = অদ্রলেহ
- আদি হতে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত
- আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে = পণ্ডিতম্ভন্য
- আকারের সঙ্গে বিদ্যমান = সাকার
- আজন্ম শত্রু = জাতশত্রু
- আগুর ফল = দ্রাক্ষা
- আটমাসে জন্মেছে যে = আটাশে
- আহ্বানের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি
- আহ্বান করা হয়েছে যাকে = আহূত
- আপন মনে নিজে নিজে কথা বলে = স্বগতোক্তি
- অন্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি এমন উক্তি = স্বগতোক্তি
- অসময়ে ফলেছে এমন কুমড়ো = অকাল কুম্ভাণ্ড
- অন্ধকার বিদীর্ণ করে যে = তিমির বিদারি/সূর্য/ আলোর দেবতা
- অনেক দেখেছেন এমন = বহুদর্শী/জ্ঞানী
- অন্য কোন চিন্তা বা অনুভূতি নেই এমন = তন্ময়
- অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয় এমন = অনুভূতি সাপেক্ষ
- অন্যায় বা অসংগত ব্যাপার = যাচ্ছে তাই/যা ইচ্ছে তাই/বিশী/নিকৃষ্ট
- অন্যায় এমন = নাইক/বেহক
- অতি রক্ষণশীল- দুর্মর।
- অতি উচ্চ স্বর- তারস্বর।
- অক্ষরজ্ঞান আয়ত্তে আছে যার- জিতাক্ষর।
- অকর্মণ্য গবাদিপশু রাখার স্থান- পিজরাপোল।
- অতিসয় অগ্রহ যুক্ত- সর্নির্ভক।
- অতিশয় কাতর- মোহ্যমান।
- অনুগত ব্যক্তি- পেটোয়া।
- অনুরাগের বিলুপ্তি- বিরক্ত।
- অন্যের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে অসত্য ভাষণ- উপচার।
- অপকারী অপকার সহ্য করা- ক্ষান্তি।
- অপর ব্যক্তির বদলে যে সহ্য করে- বকলম।
- অপরিপাটি কাপড়-চোপড় ভরাক্রান্ত- জবড়জম।
- অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের কন্যা দান- পরিদান।
- অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে যিনি কনিষ্ঠকে কন্যা দান করেন- পরিদায়ী।
- অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বর্তমানে বিবাহিতা কনিষ্ঠা- অগ্রোদিধিষু।
- অসাড় অকর্মণ্য ব্যক্তি- হাবড়া।
- অশেষণের ইচ্ছা- অনুসন্ধিৎসা।
- অলঙ্কারে শব্দ- শিঞ্জন।
- অক্ষির সমীপে- সমক্ষ।
- অফিসের প্রহরী- দফতরি।
- অনেক কষ্টে যা অধ্যয়ন করা যায়- দুরধ্যয়।
- অন্য গতি না থাকায়- অগত্যা।
- অকালে যে বোধন- অকালবোধন।
- অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে না যে- অবিমূষ্যকারী।
- অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা- প্রত্যুদগমন।
- অগ্রে গমন করে যে- অগ্রগামী।
- অগ্রে দান গ্রহণ করে যে- অগ্রদানী।
- অগ্রে বর্তমান থাকে যে- অগ্রবর্তী।
- অতি শীতও নয়, গ্রীষ্মও নয়- নাতিশীতোষ্ণ।
- অর্থ নাই যাহার- নিরর্থক।
- অর্পিত বা অন্যের দ্বারা প্রদত্ত- দত্ত।
- অনায়াসে লাভ করা যায় যাহা- অনায়াসলভ্য।
- অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক- অনুচিকীর্ষু।
- অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক- অনুসন্ধিৎসু।
- অন্যদিকে মন যার- অন্যমনস্ক।
- অন্যদিকে মন নাই যাহার- অনন্যমনা।
- অন্য দেশ- দেশান্তর।
- অনেকের মধ্যে এক- অন্যতম।
- অন্য সময়/বার- বারান্তর।
- অল্প ভক্ষণ করিয়া যে প্রাণ ধারণ করে- অল্পগতপ্রাণ।
- অন্যভাষায় রূপান্তরিত- অনূদিত।
- অক্ষির সমীপে = সমক্ষ
- অলঙ্কারের ধ্বনি = শিঞ্জন
- আকাশে গমন করে যে = খেচর
- আমার তুল্য = মাদৃশ
- অহংকার নেই যার = নিরহংকার
- অরণ্যে জাত অগ্নি = দাবানল
- অতি বৃদ্ধ নারী = বড়াই
- অনন্ত শৌখিন লোক = ফুলবাবু

#অগ্রে জন্মেছে যে = অগ্রজ
#অশ্ব রাখার স্থান = মন্দুরা
#অতিশয় মনোহর = সুরম্য